বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
বিশেষ অডিট রিপোর্ট
২০১২-২০১৩

প্রথম খণ্ড

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)
(অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২)

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	Abbreviation	গ
	প্রথম অধ্যায়	১
	নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	৩-৫
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৬
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৭-৮
	নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত অনিয়ম সমূহের প্রকৃতি	৯
	অডিটের সুপারিশ	৯-১০
৪	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	১১-৩১
৫	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৩১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ০৩/১১/১৪২২ বঃ
১৫/০২/২০১৬ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত
মাসুদ আহমেদ
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

মহাপরিচালকের বক্তব্য

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের ২৯/০৮/২০১২ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-০৭.১০১.০২০.০৩.০৯.০০৪.২০১০.৫১৪ এর প্রেক্ষিতে সিএজি কার্যালয়ের ০৫/০৯/২০১২ খ্রিঃ তারিখের সিএজি/অডিট/প্ল্যান/২০১০-২০১১/৪৪৭(১০)/১২৯৭ নম্বর স্মারকের নির্দেশনা মোতাবেক সরকারের চলমান সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম কতটুকু দক্ষতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে তা মূল্যায়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এর ২০১০-২০১১ হতে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের কর্মকাণ্ডের উপর বিশেষ অডিট রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের যে সকল অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র কর্মকাণ্ডের যে অংশ বিশেষ অডিট করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোনমতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শৃঙ্খলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। এ বিষয়ে প্রতিবেদনের বিভিন্ন দফা ভিত্তিক মূল্যায়ন এবং নিরীক্ষার সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। রিপোর্টটি দুই খণ্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে নির্বাহী সার-সংক্ষেপ ও অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খণ্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তারিখঃ ১১/০২/২০১৬ খ্রিঃ, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত

মোহাম্মদ জাকির হোসেন
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

Abbreviation

- ADNOC : Abu Dhabi National Oil Company, Dubai, UAE.
- ATV : Advance Trade Vat
- ATG : Auto Tank Gauging
- BSP : Bumi Siak Pusak, Indonesia.
- BPC : Bangladesh Petroleum Corporation
- B/L : Bill of Lading
- BMRE : Balancing Modernization Rehabilitation & Expansion
- CIF : Cost Insurance Freight
- DPP : Development Project Proposal
- ERL : Eastern Refinery Limited.
- EOI : Expression of Interest.
- ENOC : Emirates National Oil Company, Dubai, UAE.
- FHINC : Friday Holiday Included.
- FOB : Freight of Board
- HOBC : High Octane Blending Components
- HSD : High Speed Diesel
- HSFO : High Sulphur Furnace Oil
- ITFC : International Trade Finance Corporation
- JBO : Jute Batching Oil
- KPC : Kuwait Petroleum Corporation. Kuwait.
- LDO : Light Diesel Oil
- LPG : Liquefied Petroleum Gas
- L/C : Letter of Credit
- MS : Motor Sprit
- MTT : Mineral Turpentine
- MNOC : Maldives National Oil Company Limited, Maldives.
- MIDOR : Middle East Oil Refinery, Cairo.
- MI. : Main Installation.
- MPL : Meghna Petroleum Limited.
- OCIMF : Oil Companies International Maritime Forum.
- OTM : Open Tendering Method.
- PETCO : Petronas Trading Corporation, Maldives.
- PNOCEC : Phillipine National Oil Company Exploration Corporation, Phillipine.
- PSPL : Petrolimex Singapore Pte, Ltd.
- P.CHINA : Petro China
- POCL : Padma Oil Company Limited.
- S.ARAMCO : Saudi Arabian Oil Company.
- STS : Ship to Ship
- SAOCL : Standard Asiatic Oil Company Limited
- SBPS : Special Boiling Point Solvent

২—

প্রথম অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ)

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

১. ভূমিকা ঃ

যে কোন দেশের অর্থনীতির চালিকা শক্তি হিসেবে জ্বালানী খাতের ভূমিকা অপরিসীম। জ্বালানী তেল এর ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ আমদানী নির্ভর। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে জ্বালানী তেলের প্রাক্কলিত চাহিদা ছিল ৫৫,০০,০০০ মেট্রিক টন। প্রকৃত পক্ষে জ্বালানী তেলের বার্ষিক চাহিদার প্রায় সম্পূর্ণ অংশই আমদানী করতে হয়। বাংলাদেশের জ্বালানী তেল আমদানী, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন এর সার্বিক দায়িত্ব পালন করে থাকে বাংলাদেশের পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)। সরকারি ভাবে জনগণ এর সামর্থের কথা বিবেচনা করে আমদানী মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে জ্বালানী তেল ভোক্তা পর্যায়ে বিক্রয় এর নির্দেশনা রয়েছে। এর ফলে সরকারের প্রতি বছর জ্বালানী তেল বাবদ বিপুল পরিমাণ অর্থ ভর্তুকি দিতে হয়। জ্বালানী তেল যেহেতু বৈদেশিক মুদ্রায় আমদানী করতে হয়, তাই এ ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এর বিষয়টি সরকারকে সব সময় বিবেচনায় রাখতে হয়। গত ২৯/০৮/২০১২ খ্রিঃ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে বাংলাদেশের পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)'র বিশেষ অডিট সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রককে অনুরোধ জানানো হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ২৮/০১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সিএজি কার্যালয় হতে বিশেষ অডিট এর পরিকল্পনা অনুমোদনসহ নিরীক্ষা সম্পাদনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সিএজি কার্যালয়ের নির্দেশনার আলোকে বিগত ১০/০২/২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৪/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশের পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা হয়। পরবর্তীতে ১৩/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে বিপিসি'র চেয়ারম্যান ও বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এর উপস্থিতিতে Seen & Discussion সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২. নিরীক্ষায় উদ্‌ঘাটিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ ঃ

বাংলাদেশে পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষাকালে যে সকল বিষয়ে অনিয়ম চিহ্নিত করা হয়েছে তার সার সংক্ষেপ এখানে দেয়া হলো।

৩. আর্থিক ব্যবস্থাপনা ঃ

মূলতঃ একটি শক্তিশালী আর্থিক ব্যবস্থাপনা কোন প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের পিছনে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। কিন্তু বিপিসির আর্থিক ব্যবস্থাপনায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। হিসাব মিলকরণ (Accounts Reconciliation) আর্থিক ব্যবস্থাপনার অন্যতম একটি অংশ। কিন্তু বিপিসিতে হিসাব মিলকরণের কোন উদ্যোগ নেই। সুদীর্ঘ প্রায় ৮ বছর ধরে Accounts Reconciliation করা হচ্ছে না। যে কোন নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বে হিসাব বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। Accounts Reconciliation না করার ফলে হিসাবের সঠিকতা ও যথার্থতা প্রশ্নবিদ্ধ থেকে যাচ্ছে। এটি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দূর্বলতাকে প্রতিফলিত করে। বিপিসি দেশের যাবতীয় পেট্রোলিয়াম পণ্যের মালিক হওয়া সত্ত্বেও গ্যাস ফিল্ড থেকে প্রাপ্ত জ্বালানী তেল তাদের এখতিয়ারে নিতে পারেনি, নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানীসমূহ থেকে তার পাওনা যথাসময়ে আদায় করতে পারেনি, আর্থিক ব্যবস্থাপনার দর্পণ হিসেবে বিবেচিত বাৎসরিক হিসাবও যথাসময়ে চূড়ান্ত করতে পারেনি, অধীনস্থ কোম্পানীর চুড়ান্ত হিসাবে দেখানো বিপুল পরিমাণ সম্ভাব্য ব্যয়ের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নিতে পারেনি এবং নিজস্ব একাউন্টে টাকা জমা রেখে উচ্চ সুদে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যয় করেছে। বিপিসি যেহেতু একটি আমদানী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান তাই এর ফান্ড ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার ছাপ রাখা জরুরী। ফান্ড ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতার কারণে বিপিসি কিছু কিছু ক্ষেত্রে অর্থ প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়েছে, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাড়তি ব্যয় করেছে। এ সকল অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থের পরিমাণ ৬২০৬,৫৩,৭৯,৭৮৩ টাকা। **(অনুচ্ছেদঃ ১, ২ ও ৮)**

৪. জ্বালানী খাতে প্রদত্ত ভর্তুকি ও এর ব্যবস্থাপনা ঃ

বিদেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানী করে সরকার ভর্তুকি প্রদান করে নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করে। বিপিসি ষ্টোরেজ ক্যাপাসিটি অপেক্ষা অতিরিক্ত পরিমাণ ক্রুড অয়েল ও Refine পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানী করে যার ফলে ষ্টোরেজ এর অভাবে জাহাজ হতে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য খালাস করতে না পারায় জাহাজ সমুদ্রে নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় ভাসমান থাকার কারণে বিলম্ব জরিমানা প্রদান করতে হচ্ছে। এর ফলে উৎপাদন খরচও বৃদ্ধি পায়। ফলে ভর্তুকির পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সিআইএফ পদ্ধতিতে আমদানীর কারণে লাইটারেজ চার্জ রপ্তানীকারকের দায়। কিন্তু বিপিসি প্রাথমিকভাবে লাইটারেজ চার্জ পরিশোধ করার পরও রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান থেকে লাইটারেজ চার্জ আদায় ও সমন্বয় করা হয়নি। LPG (Liquefied Petroleum Gas) গ্যাস সিলিন্ডার ভর্তুকি দিয়ে সরকার মূল্য নির্ধারণ করে। কিন্তু ভোক্তা পর্যায়ে সরকার নির্ধারিত মূল্যে বাজার থেকে ক্রয় করতে পারে না। ভর্তুকি মূল্যের প্রায় দ্বিগুন হারে জনসাধারণ এলপিজি ক্রয় করে। এতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভর্তুকি ভোক্তা পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে না। একইভাবে সরকার শিল্প কারখানা সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য জ্বালানী হিসেবে ফার্ণেস অয়েল আমদানী করে ভর্তুকিমূল্যে বিক্রয় করে। কিন্তু নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, অস্তিত্বহীন ও প্রয়োজনীয় নয় এমন প্রতিষ্ঠানে ফার্ণেস অয়েল বিক্রয় করা হয়েছে। সর্বোপরি বিপিসির মনিটরিং ও তদারকির অভাবে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভর্তুকি

ভোক্তা পর্যায়ে পৌছাচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। এ সকল অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থের পরিমাণ ১০,৬৯,৫৪,৬৪৪ টাকা। **(অনুচ্ছেদ ঃ ৩ ও ৭)**

৫. জ্বালানী তেল আমদানী, পরিবহন ও বিপণন কার্যক্রম ঃ

জ্বালানী তেল আমদানী হতে শুরু করে ভোক্তাপর্যায় পর্যন্ত পৌছানোর প্রক্রিয়া তিনটি ধাপে সম্পন্ন হয়। সেগুলো হলো আমদানী, পরিবহন ও বিপণন। নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, জ্বালানী তেল আমদানী পর্যায়ে জাহাজ ভাড়ার ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা (Economy) পালন করা হয় না। বর্তমানে প্রায় ৯টি বিদেশী কোম্পানীর কাছ থেকে তেল আমদানী করা হয়। তেল আমদানীর ক্ষেত্রে জাহাজের প্রিমিয়াম (ভাড়া) নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিপিসি ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে Negotiation Meeting হয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন কোম্পানীর কাছ থেকে বিভিন্ন ভাড়ার চুক্তি হয়। জাহাজের ভাড়া (প্রিমিয়াম) নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন ধরনের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয় কিনা তা নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি। তাই এক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা নিশ্চিত করা হচ্ছে কি না তা প্রশ্নবিদ্ধ থেকে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আমদানীর উৎস সংখ্যা বৃদ্ধি করা গেলে ভাড়ার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। তেল পরিবহনের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের নীতিমালা না থাকার ফলে বিপণন কোম্পানীসমূহ তাদের ইচ্ছানুযায়ী পেট্রোলিয়াম পণ্য সরাসরি গন্তব্যে প্রেরণ না করে মধ্যবর্তী ষ্টেশনে হল্টেজ দিয়ে সেখান থেকে পুনরায় গন্তব্যে প্রেরণ করায় একই পণ্যের দুবার পরিবহন ঘাটতি প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও বিপিসির নির্দেশ অমান্য করে সীমান্তবর্তী এলাকায় ডিলার/এজেন্টদের নিকট অতিরিক্ত ডিজেল বিক্রয় করা হচ্ছে। এতে করে তেল পাচারের সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করা যায় না। এ সকল অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থের পরিমাণ ১২৬,৯১,৮৬,৮২৪ টাকা । **(অনুচ্ছেদঃ ৪, ৫ ও ৬)**

৬. বিপিসি'র পরিবীক্ষণ ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ঃ

১৯৭৪ সালের পেট্রোলিয়াম এ্যাক্ট এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬ অনুযায়ী বিপিসি ক্রুড অয়েল সংগ্রহ করে রিফাইনারীর মাধ্যমে শোধন করে বিভিন্ন পেট্রোলিয়াম দ্রব্য তৈরি করে বিপণন কোম্পানীসমূহের মধ্যে বন্টন/ বিতরণ করবে। কিন্তু নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, বিপণন কোম্পানীসমূহ বিভিন্ন গ্যাস ফিল্ড হতে অনিয়মিতভাবে কনডেনসেট সংগ্রহ করে সেগুলিকে সরাসরি পেট্রোলিয়াম পণ্য হিসেবে বিপণন করছে যা বিপিসি অর্ডিন্যান্স ও পেট্রোলিয়াম এ্যাক্ট এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বিদেশ থেকে আমদানী পণ্য ভর্তুকি দিয়ে কম মূল্যে বিক্রয় করে। উদাহরণস্বরূপ, বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকার বেসরকারি রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে ভর্তুকি মূল্যে ফার্নেস অয়েল সরবরাহ করছে। ভর্তুকি মূল্যে সরবরাহকৃত ফার্নেস অয়েল বিদ্যুৎ ও উৎপাদন কাজে ব্যবহার না করে অন্যত্র বিক্রয় করা হয়েছে কিনা ইত্যাদি বিষয় মনিটরিং করার দায়িত্ব বিপিসির। সরকার পেট্রোলিয়াম পণ্যের উপর কোটি কোটি টাকা ভর্তুকি দিচ্ছে। এই ভর্তুকির টাকা তৃণমূল পর্যায়ে প্রাধিকার প্রাপ্ত ভোক্তারা ভোগ করতে পারছে কি না তা একমাত্র বিপণনকৃত পেট্রোলিয়াম পণ্যের ব্যবহার মনিটরিং করার মাধ্যমে জানা সম্ভব। বিপিসির একটি আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ থাকলে উহার কোন কার্যক্রম পরিলক্ষিত হচ্ছে না। নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়মিত নিরীক্ষা কার্যক্রম না করলে স্বাভাবিকভাবে নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে শিথীলতা এসে যায়। বিপিসি ও তার অধীনস্থ কোম্পানীসমূহের কার্যক্রম সামগ্রিকভাবে তদারকির দায়িত্ব বিপিসির চেয়ারম্যান ও পরিচালকবৃন্দের। কিন্তু তথ্য বিশ্লেষনে দেখা যায় যে, চেয়ারম্যান ও পরিচালকবৃন্দের দাপ্তরিক কাজে ঢাকার লিয়াজোঁ অফিসে অবস্থান করেন। ফলে সদর দপ্তরের কর্মকাণ্ডের তদারকিতে মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কার্যক্রম আরও জোরদার করা আবশ্যক। **(অনুচ্ছেদ ঃ ১০)**

৭. বিবিধ ঃ

বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ৩০/০৬/২০০৮ খ্রিঃ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং জ্বালানী(অপা-১)/বিপিসি-২৯/২০০৩ (অংশ-২)/১২১ এর অনুচ্ছেদ ৪(ক) এ আন্তর্জাতিক ক্রেতার নিকট Jet-A-1 ডলার মূল্যে বিক্রয় করে বিপিসির এফসি ব্যাংক হিসাবে ডলার জমা করার জন্য বিপণন কোম্পানীগুলোকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের বিমানে শুল্কমুক্ত হারে Jet-A-1 বিক্রয় করলেও এর বিক্রয়মূল্য পদ্মা অয়েল কোম্পানী ডলারের পরিবর্তে এয়ারলাইন্সসমূহের স্থানীয় এজেন্টদের নিকট থেকে বাংলাদেশী টাকায় আদায় করছে। যার ফলে সরকার বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হচ্ছে। যেহেতু বাংলাদেশী টাকায় মূল্য আদায় করা হয়েছে তাই কাষ্টম ডিউটি, ভ্যাট ও Advance Trade VAT (ATV) আদায় করা আবশ্যক। একইভাবে আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক জাহাজে জ্বালানী তেলের মূল্য আদায়ের ক্ষেত্রে রাজস্ব বোর্ডের আদেশ অনুযায়ী কাষ্টম ডিউটি, ভ্যাট ও Advance Trade VAT (ATV) আদায় করা আবশ্যক। বিপিসি ব্যবসায় পর্যায়ে আদায়কৃত Trade VAT সরকারি রাজস্ব খাতে জমা দেয়া হয় নি। এ অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থের পরিমাণ ২,৫৪,১৩,০৪,৬৩৭ টাকা। (অনুচ্ছেদ ঃ ৯)

৮. নিরীক্ষার সুপারিশমালা ঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এর বিশেষ অডিট সম্পাদনের পর প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কার্যক্রম ও নিরীক্ষায় উদ্‌ঘাটিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহের আলোকে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

- বিপিসি কর্তৃক যথাযথ ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে আমদানী প্রাক্কলন তৈরী না করার ফলে সরকারকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হয়। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে প্রাক্কলন তৈরি করা আবশ্যক। এ লক্ষ্যে জ্বালানী তেল ব্যবহারকারীদের সাথে পরামর্শ ও নিবিড় যোগাযোগের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে জ্বালানী তেলের চাহিদা Review করতে হবে এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
- জ্বালানী খাতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভর্তুকির যথাযথ উপযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জ্বালানী আমদানী, পরিবহন ও বিপণন কার্যক্রমের প্রতিটি স্তরে নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। পরিবহনের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতার (Economy) বিষয়টি সর্বাগ্রে বিবেচনা করতে হবে।
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে বিপিসির পাওনা অর্থ যত দ্রুত সম্ভব আদায় করা উচিত। তাছাড়া, যথাসময়ে চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুতের উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা (Economy) ও যথার্থতা বিবেচনাপূর্বক ঋণ গ্রহণ করা উচিত।
- জ্বালানী তেলের পরিশোধন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যত দ্রুত সম্ভব ইষ্টার্ন রিফাইনারী লিমিটেড (ইআরএল) এর ২য় ইউনিট নির্মানের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।
- প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর থাকার ফলে নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবীক্ষণ কার্যক্রম অচল হয়ে পড়েছে। এ পরিস্থিতি হতে উত্তরণের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক। তাছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে প্রধান কার্যালয়ে উপস্থিত থেকে আরো নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও তদারকির জন্য পরামর্শ দেয়া যেতে পারে।
- প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যথাযথ চাহিদার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ করা আবশ্যক এবং গৃহিত প্রকল্পসমূহ নিবিড় তদারকীর মাধ্যমে যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য জোর প্রচেষ্ঠা চালানো উচিত।
- বিপিসির অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী মোট জনবল ১৭৮। কিন্তু বর্তমানে কর্মরত আছে ১১৬ জন। ১৯৭৭ সালে যখন জনবল কাঠামো অনুমোদিত হয় তখন জ্বালানী তেলের বাৎসরিক চাহিদা ছিল ৭ লক্ষ মেট্রিক টন। কিন্তু বর্তমানে বিপিসির অপারেশনাল কার্যক্রম কয়েকগুন বৃদ্ধি পেলেও জনবল কাঠামো চাহিদা অনুযায়ী সংশোধিত হয়নি। বর্তমানে অপ্রতুল জনবল দিয়ে বাৎসরিক প্রায় ৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন জ্বালানী তেলের আমদানী ও সমগ্র দেশে বিপণন কার্যক্রম সম্পাদন করতে হয়। এতে করে বিপিসির সামগ্রিক কর্মকান্ড সুচারুরূপে সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে না এবং প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অনেকাংশে ব্যাহত হচ্ছে ও অনেক জরুরী কর্মকাণ্ড যথাসময়ে সম্পাদন করা যাচ্ছে না। তাই অনতিবিলম্বে যৌক্তিক জনবল কাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে গতিশীল করা আবশ্যক।
- Accounts Reconciliation না করার ফলে হিসাবের সঠিকতা ও যথার্থতা প্রশ্নবিদ্ধ থেকে যাচ্ছে। এটি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাকে প্রতিফলিত করে। তাই অবিলম্বে Accounts Reconciliation এর যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক।

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

ক্রমিক নং	অনুচ্ছেদ নং ও আপত্তির শিরোনাম	জড়িত অর্থ (টাকায়)
১.	অনুচ্ছেদ-১। বিপিসির নিয়ন্ত্রণাধীন বিপণন কোম্পানী সমূহের নিকট হতে পেট্রোলিয়াম পণ্যের মূল্য এবং অন্যান্য পাওনা বাবদ ৫২৪৯,৬৩,৭৬,৭৩৭ টাকা যথাসময়ে আদায় না করায় এবং উক্ত অর্থের সুদ বাবদ ৭০৮,০০,০২,৫২১ টাকা প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত ।	৫৯৫৭,৬৩,৭৯,২৫৮
২.	অনুচ্ছেদ-২। আর্থিক বছর শেষ হবার পর দীর্ঘ ১০ মাসের অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের বার্ষিক হিসাব অদ্যাবধি চূড়ান্ত না করায় প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক ব্যবস্থাপনার চিত্র প্রতিফলিত হচ্ছে না যা আর্থিক শৃংখলার পরিপন্থী।	-
৩.	অনুচ্ছেদ-৩। জ্বালানী তেল রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চুক্তি মোতাবেক লাইটারেজ চার্জ ফেরত প্রদান না করায় অনাদায়ী।	৯,১৫,৩২,৪১৬
৪.	অনুচ্ছেদ-৪। অভ্যন্তরীণ ও সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় বিপিসির নির্দেশ অমান্য করে ডিলার/এজেন্টদের নিকট অনিয়মিতভাবে সিলিং অতিরিক্ত ডিজেল বিক্রয়।	৭৩,৭২,৮৮,৪০৫
৫.	অনুচ্ছেদ-৫। পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিঃ এর প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম হতে বাঘাবাড়ি ডিপোতে পেট্রোলিয়াম পণ্য সরাসরি প্রেরণ না করে মধ্যবর্তী ষ্টেশন গোদনাইল, নারায়নগঞ্জে একই পণ্য গ্রহণ ও গোদনাইল (নারায়নগঞ্জ) হতে পুনরায় বাঘাবাড়ি ডিপোতে প্রেরণ করায় বিপিসি'র অতিরিক্ত পরিবহন ঘাটতি প্রদান জনিত অপচয়।	৩,১৭,৬১,৬৭৮
৬.	অনুচ্ছেদ-৬। জ্বালানী তেলের ষ্টোরেজ ফ্যাসিলিটি না থাকা সত্ত্বেও অপরিকল্পিত ভাবে আমদানী সূচী প্রণয়ণ করে অতিরিক্ত তেল আমদানী করায় স্থান সংকুলানের অভাবে (Ullage Problem) খালাসের অপেক্ষায় নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত জাহাজ ফ্লোটিং করে রাখায় বিলম্ব জনিত ডেমারেজ পরিশোধে অতিরিক্ত ব্যয়।	৫০,০১,৩৬,৭৪১
৭.	অনুচ্ছেদ-৭। আমদানী মূল্যের উপর ভর্তুকি দিয়ে কম দামে বিক্রয়কৃত ফার্নেস অয়েল অস্তিত্বহীন ও নীতিমালা বহির্ভূত প্রতিষ্ঠানে বিক্রয় করার ফলে ভর্তুকির উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে।	১,৫৪,২২,২২৮
৮.	অনুচ্ছেদ-৮। ব্যাংকে জমাকৃত টাকা ব্যয় না করে ব্যাংক এ জমার অতিরিক্ত ঋণ (Over Draft) নিয়ে ব্যয়। যা অদক্ষতার সামিল।	২৪৮,৯০,০০,৫২৫
৯.	অনুচ্ছেদ-৯। সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে ব্যবসায়ী পর্যায়ে আদায়কৃত ভ্যাট (Trade VAT) বিপিসি কর্তৃক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করায় সরকার রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত।	২৫৪,১৩,০৪,৬৩৭
১০.	অনুচ্ছেদ-১০। অকার্যকর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ এবং যথাযথ পর্যায়ের প্রত্যক্ষ তদারকির অভাবে বিপিসির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে যা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও পারফরমেন্সকে প্রভাবিত করছে।	-
	মোট	৬৫৯৮,২৮,২৫,৮৮৮

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষাধীন অর্থ বছর ঃ

- ২০১০-২০১১ হতে ২০১১-২০১২ অর্থ বছর।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ

- বিশেষ অডিট ।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও নিরীক্ষার সময়ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার সময়কাল
১	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, বিএসসি ভবন, সল্টগোলা রোড, চট্টগ্রাম ও এর অধীন অফিসসমূহ।	১০/০২/২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৪/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত

নিরীক্ষার উদ্দেশ্য (Objective of Audit) ঃ

- বিপিসি পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য উৎপাদন, আমদানী ও বন্টন কার্যক্রম সম্পাদনে মিতব্যয়িতা, দক্ষতা, কার্যকরভাবে সম্পন্ন করতে পারছে কি না তা যাচাই করা।
- ক্রয়ের প্রয়োজনীয়তা, বৈধতা, স্বচ্ছতা নিরুপণ করা এবং মিতব্যয়িতার সাথে প্রয়োজনমাফিক ক্রয় সম্পাদন করা হয়েছিল কি না তা যাচাই করা।
- বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে কি না তা যাচাই করা।
- পরিবহন ঠিকাদার নিয়োগের ক্ষেত্রে অনুসৃত গাইড লাইন অনুসারে সর্বনিম্ন দরে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছিল কি না তা যাচাই করা।
- বিপণন কোম্পানীগুলি পেট্রোলিয়াম পণ্য বিক্রয়ের পর বিক্রিত অর্থ বিপিসি'র নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হচ্ছে কি না তা যাচাই করা।
- বিভিন্ন ডিপোতে তৈলাধারগুলির ব্যবস্থাপনা যথাযথ কি না তা যাচাই করা। জবাবের আলোকে অর্থ আদায়ের প্রমাণক সংযুক্ত থাকায় আপত্তিটি নিষ্পত্তির বিবেচনা করা যেতে পারে।
- ট্রেড গ্যাপ দাবীর সঠিকতা যাচাই করা।

নিরীক্ষার আওতা (Scope of Audit) ঃ

বিশেষ অডিট এর আওতা মূলতঃ নিরীক্ষা কাজের পরিধি নির্দেশ করে, অর্থাৎ নিরীক্ষকগণ কি কি বিষয়ের উপর কি মাত্রায় তথ্যের ব্যবহার এবং বিশ্লেষণ করবে তার পরিধি নিরীক্ষার পূর্বে নির্ধারণ করলে নিরীক্ষা সম্পাদন সহজতর হয়। বিশেষ অডিট এর আওতায় ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ অর্থ বছরে বিপিসি ও এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকাণ্ডকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিপিসি'র উপর বিশেষ অডিট সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নিরীক্ষার আওতায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি নিম্নরূপ ঃ

- বিপিসি এবং অধীন অফিসসমূহের বাজেট।
- বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং ক্রয় কার্য সম্পাদন।
- জ্বালানী তেল উৎপাদন, আমদানী এবং বিতরণ কার্যক্রম।
- বিপিসি নিয়ন্ত্রিত প্রকল্পের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন।
- জ্বালানী আমদানীতে Trade Gap (ভর্তুকি) নির্ধারণ বিষয়।
- অপরিশোধিত তেল প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যয়।
- জাহাজ ভাড়া ও পরিবহন খরচ।
- ডেমারেজ চার্জ।
- বিপিসি'র আয়-ব্যয় সম্পর্কিত তথ্যাদি।

৩—

নিরীক্ষার নির্ণায়ক **(Audit Criteria)** ঃ

- আমদানী-রপ্তানীর জন্য বার্ষিক পরিকল্পনা।
- পেট্রোলিয়াম পণ্য এবং ক্রুড অয়েল আমদানীর পূর্বে ষ্টোরেজের জন্য Ullage Survey Report.
- ২০১০-২০১১ এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের বাজেট।
- বিপিসি অধ্যাদেশ ১৯৭৬ , বিপিসি ম্যানুয়াল এবং অর্গানোগ্রাম।
- বোর্ড সভার কার্যবিবরণী ও সিদ্ধান্ত।
- পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানী তেল আমদানীর বিবরণ।
- জ্বালানী তেল বিক্রয় ও বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র।
- ফ্রেইটপুল হিসাব বিবরণী।
- ক্রুড অয়েল প্রক্রিয়াজাত/পরিশোধন (Refining) সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র।
- প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য।
- জ্বালানী তেল আমদানী চুক্তি, বিপণন পদ্ধতি এবং হিসাব প্রণয়ন ও হিসাব রক্ষণ সংক্রান্ত সংগৃহীত তথ্যাদি;
- ডিপোর Loss/Gain Statement ।

নিরীক্ষার পদ্ধতি **(Audit Methodology)** ঃ

- নিরীক্ষা উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিম্নলিখিত অডিট কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে।
- প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা ও নিরীক্ষার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা কামনা।
- Chater of Duties অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের নিকট হতে নিরীক্ষাযোগ্য রেকর্ডপত্রাদি সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা।
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা, পরিবহন ঠিকাদার নিয়োগ, তেল আমদানী এবং তেল পরিবহন সংক্রান্ত কাজের বিদ্যমান কৌশল পর্যালোচনা করা।
- ইআরএল এবং এল.পি গ্যাসের উৎপাদন সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং তেল বিপণন কোম্পানীগুলোর কার্যক্রম পরিদর্শন করা।
- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণের সাথে Line of Inquiry হিসেবে নির্বাচিত বিষয়ে আলাপ আলোচনা করা।
- Line of Inquiry এর উপর প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকৃত অবস্থা চিহ্নিত করার চেষ্টা করা।

নিরীক্ষা দল ঃ

সিএন্ডএজি কার্যালয়ের অনুমোদনক্রমে নিম্নলিখিত নিরীক্ষা দল বিশেষ অডিট কার্যক্রম সম্পাদন করেছে যার সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন জনাব মোঃ আফতাবুজ্জামান, মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর ।

নাম ও পদবী	দল প্রধান / সদস্য
১। জনাব এ.কে.এম হাছিবুর রহমান, উপ পরিচালক , বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ।	দল প্রধান
২। জনাব সুজিত কুমার চৌধুরী, এএন্ডএও, সেক্টর-৫, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রাম।	সদস্য
৩। জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম ভুঁইয়া, সুপার, সেক্টর-৫, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রাম।	সদস্য
৪। জনাব মোঃ সেলিমুর জাফর, অডিটর, সেক্টর-৫, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রাম।	সদস্য
৫। জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, অডিটর, সেক্টর-৫, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রাম।	সদস্য

নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত অনিয়মসমূহের প্রকৃতি ঃ

- Accounts Reconciliation করা হয় না।
- Ullage অপেক্ষা অতিরিক্ত আমদানীজনিত কারণে ডেমারেজ পরিশোধ।
- ডিলার/এজেন্টদের নিকট অতিরিক্ত ডিজেল বিক্রয়।
- লাইটারেজ চার্জ অনাদায়।
- ডলফিন জেটির ভাড়া অনাদায়।
- বিপণন কোম্পানীসমূহকে গ্যাস ফিল্ড হতে সরাসরি তেল সংগ্রহের সুযোগ দান।
- সরাসরি পেট্রোলিয়াম পণ্য প্রেরণের পরিবর্তে হল্টেজ দিয়ে প্রেরণ।
- Product Improvement Incentive হার বৃদ্ধি।
- এলপিজির ভর্তুকির টাকা ভোক্তা পর্যায়ে পৌছে না।
- সামুদ্রিক জাহাজ ও বিমানে সরবরাহকৃত শুল্কমুক্ত জ্বালানীর মূল্য ডলারের পরিবর্তে টাকায় আদায়কালে কাষ্টম ডিউটি, ভ্যাট ও এটিভি আদায় করা হয় না।
- অস্তিত্বহীন ও প্রয়োজনীয় নয় এমন প্রতিষ্ঠানে ফার্নেস অয়েল সরবরাহ।
- নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানীসমূহের নিকট থেকে পাওনা টাকা আদায় করা হয় না।
- বৈদেশিক ক্রয়ে মালামাল কম প্রাপ্তি।
- পণ্য বিপণন ও ব্যবহারের বিষয়টি তদারকি করা হয় না।
- হিসাব যথাসময়ে চূড়ান্ত করা হয় না।
- অপরিশোধিত পণ্য প্রসেসিং এ কেমিক্যাল ব্যবহারের Usage Ratio নেই।
- প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা।
- অগ্রিম আয়কর কর্তন করা হয়নি ও আদায়কৃত Trade VAT সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়নি।
- নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানে সম্ভাব্য ব্যয় দেখিয়ে চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত।
- দুর্বল প্রাক্কলন প্রণয়নপূর্বক আমদানী।
- নিজস্ব হিসাবে জমাকৃত টাকা ব্যয় না করে উচ্চ সুদে Over Draft নিয়ে ব্যয়।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দুর্বল।
- তেল পরিশোধনের ক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- অবিলম্বে Accounts Reconciliation করা আবশ্যক।
- Ullage Survey Report অনুযায়ী আমদানী করা আবশ্যক।
- ডিলার/এজেন্টের নিকট বিপিসির নির্দেশনা অনুযায়ী বিক্রয় করা প্রয়োজন।
- লাইটারেজ চার্জ চুক্তি অনুযায়ী আদায়/সমন্বয় করা আবশ্যক।
- ডলফিন জেটি ভাড়া আদায়ের জন্য বন্দর কর্তৃপক্ষের সহিত সমন্বয় মিটিং এর উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক।
- বিপিসির হ্যান্ডবুকে উল্লেখিত নির্দেশনা অনুযায়ী গ্যাস ফিল্ড হতে প্রাপ্ত এবং কনডেনসেট বিপিসির মাধ্যমে বিপণন কোম্পানীর বিক্রয়/বিতরণ করা আবশ্যক।
- Main Installation হতে সংশ্লিষ্ট ডিপোতে সরাসরি পেট্রোলিয়াম পণ্য প্রেরণ করা আবশ্যক।
- বিপিসির সহিত ইআরএল এর মূল চুক্তি অনুযায়ী Product Improvement Incentive প্রদান করা আবশ্যক।
- সরকার নির্ধারিত হারে এলপিজি ভোক্তা পর্যায়ে বিতরণ/বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- অর্থ আইন ২০১০ অনুযায়ী আরোপিত হারে কাষ্টম ডিউটি, ভ্যাট ও এটিভি আদায় করা আবশ্যক।
- প্রয়োজনীয় যাচাই বাছাইপূর্বক ফার্নেস অয়েল বিক্রয়/বিতরণ করা আবশ্যক।
- বিক্রয়ের পরক্ষণেই নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানীসমূহের নিকট থেকে পাওনা আদায় করা আবশ্যক।
- বৈদেশিক ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঘাটতিকৃত/কমপ্রাপ্ত মালামাল আদায়ের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- পণ্য বিপণন ও ব্যবহারের বিষয়টি নিবিড়ভাবে তদারকি/মনিটরিং করা আবশ্যক।
- বিপিসির হ্যান্ডবুকের নীতিমালা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হিসাব চূড়ান্ত করা আবশ্যক।

- অপরিশোধিত (ক্রুড অয়েল) তেল পরিশোধনের ক্ষেত্রে কেমিক্যাল ব্যবহারের Usage Ratio থাকা আবশ্যক।
- প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আরো দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী অগ্রিম আয়কর আদায় ও আদায়কৃত Trade VAT সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রকৃত ব্যয় দেখিয়ে হিসাব চূড়ান্ত করা উচিত।
- প্রকৃতভাবে সংগৃহিত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে প্রাক্কলন প্রস্তুত করে আমদানী করা আবশ্যক।
- নিজস্ব ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত টাকা ব্যয় করার পর প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করা উচিত।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরো জোরদার করা আবশ্যক।
- ইষ্টার্ন রিফাইনারীতে ক্রুড অয়েল পরিশোধনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা উচিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ ঃ ০১।

শিরোনাম ঃ বিপিসির নিয়ন্ত্রনাধীন বিপণন কোম্পানী সমূহের নিকট হতে পেট্রোলিয়াম পণ্যের মূল্য এবং অন্যান্য পাওনা বাবদ ৫২৪৯,৬৩,৭৬,৭৩৭ টাকা যথাসময়ে আদায় না করায় এবং উক্ত অর্থের সুদ বাবদ ৭০৮,০০,০২,৫২১ টাকা আয়সহ বিপিসি অর্থ প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত। জড়িত অর্থ ৫৯৫৭,৬৩,৭৯,২৫৮ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) এবং এর আওতাধীন কোম্পানী সমূহের ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের হিসাবের উপর ১০/০২/২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৪/০৬/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ অডিট পরিচালনাকালে বিপিসি এবং বিপণন কোম্পানী সমূহের চুড়ান্ত হিসাব পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- বিপিসি কর্তৃক আমদানীকৃত বিভিন্ন পেট্রোলিয়াম পণ্যের মূল্য এবং উহার আনুষাঙ্গিক অন্যান্য পাওনা টাকা বিপণন কোম্পানী সমূহের নিকট থেকে যথাসময়ে আদায় না করার ফলে উহার সুদ বাবদ ৭০৮,০০,০২,৫২১ টাকা আয় এবং আসল ৫২৪৯,৬৩,৭৬,৭৩৭ টাকাসহ মোট অনাদায়ী ৫৯৫৭,৬৩,৭৯,২৫৮ টাকা ।
- বিপিসি দেশের বিভিন্ন সেক্টরে জ্বালানীর চাহিদার ভিত্তিতে পরিকল্পনা মোতাবেক সারা বৎসর ক্রুড এবং পরিশোধিত জ্বালানী তৈল আমদানী করে থাকে। উক্ত আমদানীকৃত জ্বালানী তৈল তিনটি বিপণন কোম্পানী পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা অয়েল কোম্পানী লিঃ কে ভোক্তা পর্যায়ে বিক্রয়ের জন্য বণ্টন করে দেয়া হয় এবং সাথে সাথে এর মূল্য পরিশোধের জন্য ইনভয়েস ইস্যু করা হয় এবং ইনভয়েসকৃত টাকা বিপিসিকে অতিসত্ত্বর পরিশোধের জন্য অনুরোধ করা হয়। এর প্রেক্ষিতে বিপণন কোম্পানীসমূহ পেট্রোলিয়াম পণ্যগুলি বিক্রয় করে অনতিবিলম্বে উহার মূল্য বিপিসিকে পরিশোধ করার কথা। বিপিসি বিপণন কোম্পানী সমূহের নিকট হতে 1) Import oil, 2) ERL oil, 3) Bitumen, 4) Base oil, 5) Interest, 6) Price differential ইত্যাদি খাতে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ৭৮৫২,৩৯,৩৪,৬১১ টাকা এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ১১৭৭৬,৮৪,৮৯,৮৭৯ টাকা পাওনা রয়েছে। অপরদিকে বিপণন কোম্পানী সমূহ বিপিসির কাছে 1) Furnace oil subsidy, 2) Price differential on foreign bunker, 3) Dealers Commission, 4) Custom duty, VAT, ATV, 5) AIT Certificate, 6) Freight pool A/C, 7) C&F Commission ইত্যাদি খাতে পাবে ২০১০-২০১১ সালে ৪৫৭৭,২১,০১,৯৭০ টাকা এবং ২০১১-২০১২ সালে ৬৫২৭,২১,১৩,১৪২ টাকা পাওনা রয়েছে। বিপিসি এবং বিপণন কোম্পানী সমূহ দেনা পাওনা সমন্বয়ের পর (দেনা পাওনার পার্থক্য) বিপিসি বিপণন কোম্পানী সমূহের নিকট পাবে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ৩২৭৫,১৮,৩২,৬৪১ টাকা, ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৫২৪৯,৬৩,৭৬,৭৩৭ টাকা পাওনা রয়েছে।
- বিপিসি কর্তৃক উক্ত পাওনা টাকা আদায় করে যদি স্থায়ী হিসাবে রাখা হত তাহলে বিপিসির ২ অর্থ বছরে ১২% হারে ৭০৮,০০,০২,৫২১ টাকা সুদ বাবদ আয় হত।
- অন্যদিকে বিপিসিকে পুনরায় পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানীর জন্য অর্থাভাবে ITFC (International Trade Finance Corporation) এর কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিতে হচ্ছে। আমদানীকৃত পেট্রোলিয়াম পণ্য ভর্তুকী দিয়ে বিক্রয় করার ফলে Trade gap এর সৃষ্টি হয়। এ Trade gap তথা ভর্তুকির টাকা সমন্বয়ের জন্য সরকারের নিকট থেকেও চড়া সুদে ব্যাংক ঋণ নিতে হচ্ছে। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে ট্রেড গ্যাপ ছিল ৮১৯৮.২৪ কোটি টাকা এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে সরকারের কাছে ট্রেড গ্যাপ দাবী ছিল ১০৫৫১.৭৪ কোটি টাকা।
- এদিকে বিপণন কোম্পানীসমূহ জ্বালানী তেলের বিক্রয়মূল্য বিপিসির হিসাবে যথাসময়ে স্থানান্তর বা পরিশোধ না করায় বিপিসির দেনার চেয়ে পাওনার পরিমাণ বেশী হয়েছে।
- বিপিসি বিপুল পরিমান টাকা ভর্তুকি দিয়ে জ্বালানী তেল বিপণন কোম্পানীর মাধ্যমে বিক্রয়/বিতরণ করছে। অথচ বিপণন কোম্পানীগুলি বিপিসির পাওনা টাকা পরিশোধ না করে বরং ব্যাংকে জমা রেখে ব্যাংক সুদ বাবদ Non-operating আয় করে কোম্পানীগুলো লাভবান হচ্ছে। যার ফলে কোম্পানীর কর্মকর্তা/কর্মচারীরা উৎসাহ বোনাস (Incentive Bonus) এবং লভ্যাংশ (Workers Profit Participation Fund) হিসেবে বাড়তি অর্থ লাভ করছে।
- পাওনা টাকা আদায়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক ব্যর্থতা বিপিসির Efficiency'র নিদর্শন নয়। পাওনা টাকা যথাসময়ে আদায় করা হলে একদিকে যেমন ভর্তুকি ও ঋণের বোঝা হতে বিপিসি পরিত্রাণ পেত। অন্যদিকে সুদ বাবদ বিপিসি আয় হতো। যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। **বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট (১) এ দেয়া হয়েছে।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বিপিসি কর্তৃক বিপণন কোম্পানী সমূহের কাছে প্রতি মাস শেষে যে পরিমাণ টাকা প্রাপ্য দেখানো হয়েছে তা পরবর্তী মাসে আদায় হয়ে যায় এবং নতুন করে লেনদেনের ফলে নতুন করে পাওনা সৃষ্টি হয়। তেল বিপণন কোম্পানী সমূহ বিপিসির পক্ষে ডিউটি, ভ্যাট, ফ্রেইটপুল ও অন্যান্য খরচ সমূহ পরিশোধ করে থাকে। বিপণন কোম্পানী সমূহের নিকট বিপিসির পাওনার সাথে জ্বালানী তেলের অবিক্রিত মজুদ, ডিউটি, ভ্যাট ও ফ্রেইটপুল খাতে কোম্পানীর পাওনা সমন্বয় করা হলে উল্লেখযোগ্য পাওনা থাকবে না। বিপিসির সাথে নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানীসমূহের দেনা পাওনার বিষয়টি একটি চলমান প্রক্রিয়া।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- বিপিসি কর্তৃক বিপণন কোম্পানীসমূহের কাছে প্রতি মাস শেষে যে পরিমাণ টাকা প্রাপ্য দেখানো হয়েছে তা পরবর্তী মাসে আদায় হয়ে যায় এবং নতুন করে লেনদেনের ফলে নতুন করে পাওনার সৃষ্টি হয় - এ বক্তব্যের সমর্থনে মাস ভিত্তিক কোন পরিসংখ্যান দেওয়া হয়নি বিধায় তা তথ্য ভিত্তিক নয়। তাছাড়া উক্ত বক্তব্যের সমর্থনে কোন প্রকার প্রমাণকও সরবরাহ করা হয়নি বিধায় জবাব যথাযথ নয়। তদুপরি বিপিসির নিকট কোম্পানী সমূহের পাওনা সমন্বয় করা হলে এ খাতে উল্লেখযোগ্য পাওনা থাকবে না এ বক্তব্যও সঠিক নয়। কারণ নিরীক্ষা জিজ্ঞাসায় কোম্পানীসমূহের পাওনা বাদ দিয়ে হিসাব দেখানো হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৯/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৮/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৩/০৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ০৩/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পত্রের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে বলা হয় যে, তেল বিপণন কোম্পানীসমূহ বিপিসির পক্ষে ডিউটি, ভ্যাট, ফ্রেইটপুল ও অন্যান্য খরচ সমূহ পরিশোধ করে থাকে। বিপণন কোম্পানী সমূহের নিকট বিপিসির পাওনার সাথে জ্বালানী তেলের অবিক্রিত মজুদ, ডিউটি, ভ্যাট ও ফ্রেইটপুল খাতে কোম্পানীর পাওনা সমন্বয় করা হলে উল্লেখযোগ্য পাওনা থাকবে না। জবাব অনুযায়ী উপযুক্ত প্রমাণকসহ পুনঃজবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে ১৯/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হলেও অদ্যাবধি তার জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বিপিসিকে বিপুল অঙ্কের ঋণের দায় থেকে পরিত্রান পাওয়ার লক্ষ্যে তার সমুদয় পাওনা জরুরী ভিত্তিতে আদায়ের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে বিপণন কোম্পানী কর্তৃক জ্বালানী তেল বিক্রয় করার সাথে সাথে বিক্রিত তেলের মূল্য বিপণন কোম্পানীর নিকট থেকে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ৪ ০২।

শিরোনাম ঃ আর্থিক বছর শেষ হবার পর দীর্ঘ ১০ মাসের অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের বার্ষিক হিসাব অদ্যাবধি চূড়ান্ত না করায় প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক ব্যবস্থাপনার চিত্র প্রতিফলিত হচ্ছে না যা আর্থিক শৃংখলার পরিপন্থী।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, বিএসসি ভবন, সল্টগোলা রোড, চট্টগ্রাম এর ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের হিসাবের উপর ১০/০২/২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৪/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ অডিট পরিচালনাকালে বিভিন্ন হিসাব বহি, নথিপত্র, নগদানবহি, ভাউচার সমূহ ও সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি নং SRO-১৬৯-L/৭৭ তারিখ ০১/০৬/৭৭ এর মাধ্যমে প্রকাশিত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন রুল, ১৯৭৬ এর অনুচ্ছেদ - ১৯ এ উল্লেখ রয়েছে যে, প্রত্যেক অর্থ বছর সমাপ্ত হওয়ার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে বিপিসির নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও উদ্বৃত্ত পত্র সরকারের কাছে উপস্থাপন করতে হবে।
- ২০১১-২০১২ অর্থ বছর শেষ হয়েছে বিগত ৩০/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখে। অর্থ বছর শেষ হবার পর দীর্ঘ ১০ মাসেরও বেশী সময় ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে। অথচ বিপিসি কর্তৃপক্ষ অদ্যাবধি ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের বার্ষিক হিসাব চূড়ান্ত করেননি। এমনকি উক্ত সালের Provisional হিসাবও এখন পর্যন্ত প্রস্তুত করা হয়নি। এতে বিশেষ অডিট কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ এর ২০ নং এবং ২১ নং ধারা মোতাবেক নির্দিষ্ট সময়ের হিসাব এবং অন্যান্য জরুরী রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করা এবং তদানুযায়ী বার্ষিক বিবরণী, লাভ- ক্ষতির হিসাব এবং উদ্বৃত্ত পত্র প্রস্তুত করার দায়িত্ব বিপিসি কর্তৃপক্ষের।
- বিপিসির ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের বার্ষিক হিসাব অদ্যাবধি চূড়ান্ত করা হয়নি। ফলে সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের আয় ব্যয় সহ প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কার্যক্রমের উপর সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়নি।
- হিসাব মিলকরণ (Accounts Reconciliation) আর্থিক ব্যবস্থাপনার অন্যতম একটি অংশ। কিন্তু বিপিসিতে হিসাব মিলকরণের কোন উদ্যোগ নেই। সুদীর্ঘ প্রায় ৮ বছর ধরে Accounts Reconciliation করা হচ্ছে না। যে কোন নীতিগত সিদ্ধান্ত হিসাব বিশ্লেষণপূর্বক গ্রহণ করা আবশ্যক। Accounts Reconciliation না করার ফলে হিসাবের সঠিকতা ও যথার্থতা প্রশ্নবিদ্ধ থেকে যাচ্ছে। এটি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাকে প্রতিফলিত করে।
- আর্থিক বছর সমাপনান্তে সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত বার্ষিক হিসাব চূড়ান্ত না করা বিপিসির অধ্যাদেশ এবং বিপিসি রুলের পরিপন্থী। ইহা সরকারের নির্দেশের সুস্পষ্ট লংঘন। তাছাড়া এ কারণে বাজেট তৈরী, আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সামগ্রিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বিপিসির বার্ষিক হিসাব প্রত্যেক অর্থ বছর সমাপ্ত হওয়ার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও পর্যাপ্ত জনবলের অভাবে তা যথাসময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। হিসাব বিভাগে হিসাব প্রস্তুত করণ ও চূড়ান্তকরণের জন্য যথেষ্ট জনশক্তি বিপিসিতে নেই।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাবে হিসাব বিভাগে জনবল ঘাটতির তথ্য দেওয়া হলেও বিপিসির আওতাধীন বিভিন্ন কোম্পানী থেকে ডেপুটেশনে আনীত কর্মকর্তাগণের মধ্যে হিসাব শাখায় ৫ জন কর্মরত আছে । তাছাড়া জনবলের ঘাটতি পূরণ কল্পে হিসাব বিভাগ কর্তৃক সুনির্দিষ্টভাবে কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে জবাবে কিছু উল্লেখ করা হয়নি, এ সকল কারণে জবাব যথাযথ নয়। ডেপুটেশনে আগত কর্মকর্তাদের দিয়ে জনবলের ঘাটতি অনেকাংশ পূরণ হওয়া সত্ত্বেও জনবল ঘাটতির অজুহাতে বিলম্বিত হিসাব প্রণয়ন বিপিসির স্থায়ী রীতিতে পরিণত হয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৯/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৮/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৩/০৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ০৩/০৪/২০১৪খ্রিঃ তারিখের পত্রের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে বলা হয় যে, বিপিসির বার্ষিক হিসাব প্রত্যেক অর্থ বছর সমাপ্ত হওয়ার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও পর্যাপ্ত জনবলের অভাবে তা যথাসময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। হিসাব বিভাগে হিসাব প্রস্তুত করণ ও চূড়ান্তকরণের জন্য যথেষ্ট জনশক্তি বিপিসিতে নেই।
- জবাব অনুযায়ী ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব বহিঃনিরীক্ষক কর্তৃক চূড়ান্তকরণ পূর্বক পুনঃজবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে ১৯/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হলেও অদ্যাবধি তার জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- হিসাব বিভাগে বিপণন কোম্পানী সমূহ থেকে আনীত কর্মকর্তাদের দিয়ে জনবল সংকট পূরণ হওয়া সত্ত্বেও বিলম্বিত হিসাব প্রণয়নের জন্য সুস্পষ্টভাবে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন। নির্দিষ্ট সময়ে হিসাব প্রণয়নে ব্যর্থতার কারণে দায়-দায়িত্ব নিরুপণ করে দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।
- ভবিষ্যতে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন রুল ১৯৭৬ এর অনুচ্ছেদ-১৯ অনুযায়ী অর্থ বছর সমাপ্ত হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে বার্ষিক চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৩।

শিরোনাম ঃ জ্বালানী তেল রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চুক্তি মোতাবেক লাইটারেজ চার্জ ফেরত প্রদান না করায় অনাদায়ী। জড়িত অর্থ ৯,১৫,৩২,৪১৬ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এবং এর আওতাধীন পদ্মা অয়েল কোং লিঃ, এসএওসিএল ও ইষ্টার্ন রিফাইনারী লিঃ এর ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থ বছরের হিসাবের উপর ১০/০২/২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৪/০৬/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ অডিট পরিচালনাকালে বিপিসির আমদানী চুক্তিপত্র, এলসি ফাইল, এলসি রেজিষ্টার, এফসি একাউন্ট ক্রেডিট এডভাইস ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ড পত্রাদি নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- জ্বালানী তেল রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চুক্তি মোতাবেক লাইটারেজ চার্জ/খরচ ফেরত প্রদান না করায় সরকারের ১২,৪৫,৯৪৫.৫৫ মাঃ ডলার সমপরিমাণ স্থানীয় মুদ্রায় ৯,১৫,৩২,৪১৬ টাকা ক্ষতি।
- বিপিসি কর্তৃক KPC, PETCO, PNOC, MNOC, MIDOR, P.China, ENOC হতে জ্বালানী তেল আমদানী করতঃ চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। চুক্তির অনুচ্ছেদ "F" এ শর্ত রয়েছে যে বিপিসি কর্তৃক আমদানীকৃত জ্বালানী তেলের মূল্য সিএন্ডএফ চট্টগ্রাম মূল্য (অর্থাৎ লাইটারেজ চার্জ সহ) পরিশোধ করবে। এলসি ফাইল হতে দেখা যায় যে, বিপিসি কর্তৃক উক্ত চুক্তির শর্ত মোতাবেক আমদানীকৃত জ্বালানী তেলের মূল্য সিএন্ডএফ চট্টগ্রাম মূল্যে (লাইটারেজ চার্জ সহ) পরিশোধ করা হয়েছে। চুক্তির অনুচ্ছেদ "D" এর ১ ও ২ নং শর্তে উল্লেখ রয়েছে যে, বিপিসি চট্টগ্রাম বন্দরে লাইটারেজ ব্যবস্থা করবে এবং প্রতিটি জাহাজে লাইটারেজ (তেল পরিবহন) সম্পন্ন হওয়ার পর বিপিসি কর্তৃক রপ্তানী প্রতিষ্ঠান (যেমন-PETCO, PNOC, MNOC, MIDOR, P.China, ENOC) কে লাইটারেজ চার্জ ফেরত প্রদানের জন্য ইনভয়েস ইস্যু করবে। রপ্তানী কারক প্রতিষ্ঠান ইনভয়েস প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে বিপিসিকে লাইটারেজ চার্জ ফেরত প্রদান করবে। ২০০৯-২০১০ হতে ২০১২ পর্যন্ত PETCO ১২৫ টি ইনভয়েসের মাধ্যমে ৮৫৫৮৫০.২২ মাঃ ডলার, PNOC কে ২৭টি ইনভয়েসের মাধ্যমে ২১৪৯০৫.৮৬ মাঃ ডলার, MNOC কে ৫টি ইনভয়েসের মাধ্যমে ৩৬,৮৩৫.৪১ মাঃ ডলার, MIDOR কে ৬ টি ইনভয়েসের মাধ্যমে ৭১,১৫২.৪৯ মাঃ ডলার, P.China কে ৭টি ইনভয়েসের মাধ্যমে ৩৮৩২৬.২৯ মাঃ ডলার এবং ENOC কে ৫টি ইনভয়েসের মাধ্যমে ২৮৮৭৫.২৮ মাঃ ডলার সর্বমোট ১২,৪৫,৯৪৫ মার্কিন ডলার বিপিসি কর্তৃক চুক্তির অনুচ্ছেদ "D" শর্ত মোতাবেক রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান বরাবর ইনভয়েসের মাধ্যমে বিপিসির এফসি একাউন্ট নং-৩৩০১০৮১৫ (২২) সোনালী ব্যাংক লিঃ, বিবি এভিনিউ কর্পোরেট শাখায় ফেরত/জমা করার অনুরোধ করা হয়।
- উল্লেখ্য যে, ২৪/১০/২০১০ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-৬৫.০৭/২০০৯-২০১০/পেটকো-মেইন ফাইল/৮৩৪ এর মাধ্যমে পেটকো মালয়েশিয়াকে একবার টাকা আদায়ের ব্যাপারে পত্র দেয়া হয় এবং পরবর্তীতে ১২/১২/২০১২ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং ৬৫.০৭/পেটকো ইনভয়েস/১১৫০ এর মাধ্যমে তাগিদ দেয়া হয়। এছাড়া দীর্ঘ সময় অতিবহিত হওয়ার পরও লাইটারেজ চার্জ ফেরত/আদায়ের ব্যাপারে বিপিসি'র আর কোনো তৎপরতা নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় নি।
- বিপিসির এফসি একাউন্ট নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান PETCO, PNOC, MNOC, MIDOR, P.China, ENOC কর্তৃক চুক্তি মোতাবেক বিপিসিকে লাইটারেজ চার্জ বাবদ ১২,৪৫,৯৪৫.৫৫ মাঃ ডলার ফেরত/জমা করা হয়নি। ফলে সরকারের ১২,৪৫,৯৪৫.৫৫ মাঃ ডলার স্থানীয় মুদ্রায় ৯,১৫,৩২,৪১৬ টাকা ক্ষতি। ক্ষতির **বিবরণী পরিশিষ্ট (২) এ দেয়া হলো।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- স্থানীয় কার্যালয় জবাবে জানায় যে, PETCO, PNOC, MIDOR, P.China এবং ENOC নিকট হতে লাইটারেজ বাবদ প্রাপ্য অর্থ পরিশোধের জন্য ইনভয়েস প্রেরণ করা হয়েছে এবং কয়েকবার তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে। লাইটারেজ বাবদ প্রাপ্য অর্থ আদায় করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব অনুযায়ী ইনভয়েস ইস্যু করা হলেও মাত্র একবার টাকা আদায়ের জন্য পত্র এবং একবার তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে। চুক্তির অনুচ্ছেদ "D" এর ১ ও ২ নং শর্ত অনুযায়ী রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ইনভয়েস প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে বিপিসিকে লাইটারেজ চার্জ ফেরত প্রদানের কথা উল্লেখ রয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও চুক্তি অনুযায়ী উক্ত টাকা আদায়/সমন্বয় করা হয় নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৯/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৮/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৩/০৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ০৩/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পত্রের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে বলা হয় যে, PETCO, PNOC, MIDOR, P.China এবং ENOC নিকট হতে লাইটারেজ বাবদ প্রাপ্য

অর্থ পরিশোধের জন্য ইনভয়েস প্রেরণ করা হয়েছে এবং কয়েকবার তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে। লাইটারেজ বাবদ প্রাপ্য অর্থ আদায় করা হবে। জবাব অনুযায়ী আপত্তিকৃত সমুদয় অর্থ আদায়/সমন্বয় করে উপযুক্ত প্রমাণকসহ পুনঃজবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে ১৯/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হলেও অদ্যাবধি তার জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক চুক্তির শর্তানুযায়ী রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান হতে জরুরী ভিত্তিতে লাইটারেজ চার্জ বাবদ পরিশোধিত টাকা আদায়/সমন্বয় করে নিরীক্ষা কার্যালয়কে অবহিত করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- আমদানীকৃত জ্বালানী তেলের মূল্য পরিশোধের পূর্বে লাইটারেজ বাবদ ব্যয়িতব্য অর্থ বাদ দিয়ে রপ্তানী কারকের বিল পরিশোধ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৪।

শিরোনামঃ অভ্যন্তরীণ ও সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় বিপিসির নির্দেশ অমান্য করে ডিলার/এজেন্টদের নিকট অনিয়মিতভাবে সিলিং অতিরিক্ত ডিজেল বিক্রয়। জড়িত অর্থ ৭৩,৭২,৮৮,৪০৫ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) ও উহার নিয়ন্ত্রণাধীন পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিঃ, ইষ্টার্ন রিফাইনারী লিঃ ও ষ্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানী লিঃ এর ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের হিসাবের উপর ১০/০২/২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৪/০৬/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের বিশেষ অডিট পরিচালনাকালে পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিঃ এর বিভিন্ন ডিপোর দৈনিক ও মাসিক বিক্রয় বিবরণী, তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য নথিপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- বিপিসির নির্দেশ অমান্য করে ডিলার/এজেন্টদের নিকট অতিরিক্ত ডিজেল বিক্রয় করায় সরকারের ৭৩,৭২,৮৮,৪০৫ টাকা ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, সীমান্তবর্তী এলাকায় ২০০৬ সালে জ্বালানী তেল পাচার সংক্রান্ত গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনের আলোকে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় তাদের ১৮/০৫/২০০৬ খ্রিঃ তারিখের আদেশ নম্বর - জ্বালানী (অপা-১)/বিপিসি-১৭/২০০০ (অংশ-৫)/২৪ এর মাধ্যমে বিপিসির তালিকাভুক্ত সীমান্তবর্তী এলাকার ডিলার এবং ফিলিং ষ্টেশনগুলোর সরবরাহ ও বিক্রয় কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং করার জন্য নির্দেশ প্রদান করে। সে আলোকে বিপিসি কর্তৃক ২৯/০৫/২০০৬ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং ৩৬.১০/বিপণন/৫১৯ এর মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান করা হয় যে, ডিজেল ও কেরোসিন বিক্রয় খাতে কোন অবস্থাতেই পূর্ববর্তী বছরের একই মাসের সর্বাধিক ১০% অতিক্রম না করে। বিপিসি কর্তৃক উক্ত পত্রে বিপণন কোম্পানীর প্রতিটি ডিপোতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানের জন্য প্রত্যেক বিপণন কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। আদেশ পরিপালনে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ দায়ী থাকবেন বলে উক্ত আদেশে সতর্ক করা হয়েছে ।
- পদ্মা অয়েল কোম্পানীর কয়েকটি ডিপোর ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ সালের বিক্রয় বিবরণী হতে দেখা যায় সীমান্ত সংলগ্ন ও অভ্যন্তরীণ এলাকার দৌলতপুর, বাঘাবাড়ী, পার্বতীপুর ও চট্টগ্রাম এর ডিলার ও এজেন্টগণকে বিপিসির নির্দেশ উপেক্ষা করে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের ১০% এর অতিরিক্ত মোট ১২৯৩৭০০৫ লিটার ডিজেল বিক্রয় করে যার মূল্য ৭৩,৭২,৮৮,৪০৫ টাকা।
- সীমান্ত সংলগ্ন ও অভ্যন্তরীণ এলাকায় ডিলার ও এজেন্টগণের নিকট বিপিসির নির্দেশ মোতাবেক ১০% এর বেশী ডিজেল বিক্রয় না করলে উক্ত তেল পরবর্তীতে দেশের চাহিদা মোতাবেক বিক্রয় করা যেত। ফলে আমদানীও কম করা সম্ভব ছিল এবং সরকারের ভর্তুকির পরিমাণও হ্রাস পেতো। **বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট (৩) এ দেয়া হলো।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিঃ এর এজেন্ট এবং ডিলারদের অধিকাংশই সীমান্তের ৮(আট) কিলোমিটারের অনেক বাহিরে অবস্থিত। যেখান হতে তেল পাচারের কোন সম্ভাবনা নেই। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে অত্র কোম্পানীর ডিজেল বিক্রি ছিল ১০,১১,৪৪৬ মেঃ টন। অপরদিকে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ডিজেল বিক্রি ছিল ১০,১৪,৬৭৬ মেঃ টন। বাৎসরিক বৃদ্ধির হার ০.৩২%, যেখানে স্বাভাবিক বৃদ্ধি ধরা হয় ১০%। দেশে নতুন নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন এবং যানবাহন বৃদ্ধির তুলনায় এই বৃদ্ধি অতি নগণ্য। সীমান্তবর্তী এলাকায় ডিলার/এজেন্টদের কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য বিপিসি সবসময় বিপণন কোম্পানীসমূহকে নির্দেশনাসহ মনিটর করছে ।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ডিজেল বিক্রয়ের বাৎসরিক বৃদ্ধির প্রকৃত হার ছিল ০.৩২%। সেই হিসেবে পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে পরবর্তী বছরে ১০% বৃদ্ধি ধরা অস্বাভাবিক। এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির হার (১০%) অতিক্রম করে ডিলার/এজেন্টদের নিকট বিক্রি করা কোনভাবেই কাম্য নহে। তাছাড়া সীমান্তবর্তী এলাকায় ডিলার/এজেন্টদের কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য বিপিসি সবসময় বিপণন কোম্পানী সমূহকে নির্দেশনাসহ মনিটরিং করছে বলা হলেও মনিটরিং করার স্বপক্ষে কোন প্রমাণক সরবরাহ করা হয়নি, তাই জবাব যথাযথ নয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৯/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৮/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৩/০৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ০৩/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পত্রের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। মন্ত্রণালয়ের জবাবের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সীমান্তবর্তী এলাকায় ডিলার/এজেন্টদের কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য বিপিসি সবসময় বিপণন কোম্পানীসমূহকে নির্দেশনাসহ মনিটরিং করছে বলা হলেও মনিটরিং করার স্বপক্ষে কোন প্রমাণক সরবরাহ করা হয়নি, তাই জবাব যথাযথ নয়। জবাব অনুযায়ী অতিরিক্ত তেল বিক্রি করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ দায়ী ব্যক্তিদের নিকট হতে অতিরিক্ত ডিজেল বিক্রির টাকা আদায় করে যথাযথ প্রমাণকসহ পুনঃজবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে ১৯/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হলেও অদ্যাবধি তার জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বিপিসির আদেশ অমান্য করে ডিলার/এজেন্টদের নিকট অতিরিক্ত তেল বিক্রি করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ সহ সীমান্ত এলাকায় পাঁচার রোধকল্পে সরকারের সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৫।

শিরোনাম ঃ পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিঃ (POCL) এর প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম হতে বাঘাবাড়ি ডিপোতে পেট্রোলিয়াম পণ্য সরাসরি প্রেরণ না করে মধ্যবর্তী ষ্টেশন গোদনাইলে একই পণ্য গ্রহণ ও গোদনাইল (নারায়নগঞ্জ) হতে পুনরায় বাঘাবাড়ি ডিপোতে প্রেরণ করায় বিপিসি'র অতিরিক্ত পরিবহন ঘাটতি প্রদানজনিত অপচয়। জড়িত অর্থ ৩,১৭,৬১,৬৭৮ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এবং এর আওতাধীন পদ্মা অয়েল কোং লিঃ, এসএওসিএল ও ইষ্টার্ন রিফাইনারী লিঃ এর ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের হিসাবের উপর ১০/০২/২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৪/০৬/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ অডিট পরিচালনাকালে পদ্মা অয়েল কোং লিঃ এর মাসভিত্তিক পেট্রোলিয়াম পণ্য পরিবহন ষ্টেটমেন্ট (বিপিসিকে দেয়া), বাঘাবাড়ি ও গোদনাইল ডিপোর Product wise Cumulative Throughput/Sales and Loss Gain Statement, Bulk Stock Statement, Product receipt & Despatched Statement, পরিবহন ঘাটতির জন্য মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ড পত্রাদি নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- পদ্মা আয়েল কোম্পানী লিঃ (POCL) এর প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম হতে বাঘাবাড়ি ডিপোতে পেট্রোলিয়াম পণ্য সরাসরি প্রেরণ না করে মধ্যবর্তী ষ্টেশন গোদনাইল, নারায়নগঞ্জে একই পণ্য গ্রহণ ও গোদনাইল, নারায়নগঞ্জ হতে পুনরায় বাঘাবাড়ি ডিপোতে প্রেরণ করায় বিপিসি'র অতিরিক্ত পরিবহন ঘাটতি প্রদান জনিত ক্ষতি ৩,১৭,৬১,৬৭৮ টাকা।
- বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩ সেপ্টেম্বর ২০০৯ খ্রিঃ তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী উদ্বায়ী জ্বালানী তেল (পেট্রোল, অকটেন) ও মিডডিষ্টিলেট জ্বালানী তেল (কেরোসিন, ডিজেল) এর জন্য সর্বোচ্চ পরিবহন ঘাটতি যথাক্রমে ০.২৮% ও ০.১৭% হারে অনুমোদনযোগ্য হবে। পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিঃ কর্তৃক বাঘাবাড়িতে তেল প্রেরণের নিমিত্তে প্রথমে কোষ্টাল ট্যাংকারের মাধ্যমে গোদনাইল ডিপোতে মজুদ করে। পরবর্তীতে শ্যালো ট্যাংকারের মাধ্যমে বাঘাবাড়ি ডিপোতে প্রেরণ করে । ফলে বিপিসি কর্তৃক পদ্মা কে একই পণ্যের উপর চট্টগ্রাম হতে গোদনাইলে পরিবহনের জন্য একবার আবার গোদনাইল হতে বাঘাবাড়ি ডিপোতে পরিবহনের জন্য আরো একবার মোট দুবার (একবার অতিরিক্ত হারে) অনুমোদিত ঘাটতিকৃত তেলের মূল্য পরিশোধ করতে হয়।
- POCL কর্তৃক মাসে গড়ে ২-৩ টি ট্রিপের মাধ্যমে পেট্রোলিয়াম পণ্য সরাসরি প্রধান স্থাপনা গুপ্তখাল হতে বাঘাবাড়িতে প্রেরণ করে। পেট্রোলিয়াম পণ্য সরাসরি চট্টগ্রাম হতে বাঘাবাড়িতে প্রেরণ করায় বিপিসি কর্তৃক অনুমোদিত ঘাটতি একবার পরিশোধ করতে হতো এবং এতে বিপিসির জাহাজ ভাড়া ও অনুমোদিত ঘাটতি খাতে কোটি কোটি টাকা সাশ্রয় হতো। পেট্রোলিয়াম পণ্য সরাসরি চট্টগ্রাম হতে বাঘাবাড়িতে প্রেরণের সুযোগ থাকলেও গোদনাইল হয়ে প্রেরণ করায় বিপিসি'র বিপুল পরিমাণ অর্থ ক্ষতি হলেও উক্ত ব্যয় কমানোর/সাশ্রয়ের জন্য বিপিসি'র কোন কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয় নি। এতে বিপিসির দক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ এবং সংস্থার ক্ষতি হলেও ক্ষতি কমানোর/সাশ্রয়ের কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করায় বিপণন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগ এই ক্ষতির বিষয়ে দায় এড়াতে পারে না।
- প্রধান স্থাপনা চট্টগ্রাম হতে POCL এর বিভিন্ন ডিপোতে নদীপথে তেল পরিবহনের উপযোগী ট্যাংকার ভাড়া করা POCL এর দায়িত্ব এবং বিপিসির কর্তব্য কম খরচে পেট্রোলিয়াম পণ্য ভোক্তা পর্যায়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে সংস্থার Trade Gap কমানো। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে POCL Bay Crossing Coastal-Cum Shallow Draft Tanker এর সংস্থান না করে বিপিসির কোটি কোটি টাকা ক্ষতি করছে। উক্ত ক্ষতি কমানোর জন্য বিপিসির কোন কার্যক্রম নিরীক্ষাকালীন সময়ে পরিলক্ষিত হয়নি। এতে Shallow Tanker এর মালিকদের সাথে বিপিসি'র ও POCL'র যোগসাজসের মাধ্যমে উক্ত পণ্য ভায়া পরিবহনের সুযোগ দিয়ে ২ (দুই) বার ঘাটতি প্রদানের মাধ্যমে সংস্থার কোটি কোটি টাকা ক্ষতি করা হচ্ছে বলে প্রতিয়মান হয়।
- বাঘাবাড়ি ডিপোর Product Receipt Statement পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, Ebadat, O.T. Shariah, MT. Sejda এই ৩টি Coastal Cum Shallow Tanker এর মাধ্যমে মাসে গড়ে ২-৩টি ট্রিপ এর মাধ্যমে POCL সরাসরি প্রধান স্থাপনা চট্টগ্রাম হতে বাঘাবাড়িতে পেট্রোলিয়াম পণ্য পরিবহন করছে। MT. Sejda ও O.T. Shariah এর ধারণ ক্ষমতা ৭৫০ মেঃ টন বা ৮,৮৯,৫০০ লিটার এবং Ebadat জাহাজে ১০,৩৮,৮৩৫ লিটার করে পেট্রোলিয়াম পণ্য পরিবহন করা যায় (বাঘাবাড়ি ডিপোর মে '১২ মাসের Product Receipt Statement। MT. Sejda ও O.T. Shariah এর মাধ্যমে মাসে ৪টি ট্রিপ হিসেবে বছরে ৮,৮৯,৫০০×৪×২×১২ = ৮,৫৩,৯২,০০০ লিটার ও Ebadat এর মাধ্যমে মাসে ৪টি ট্রিপ হিসেবে বছরে ১০,৩৮,৮৩৫×৪×১২ = ৪,৯৮,৬৪,০৮০ লিটার পেট্রোলিয়াম পণ্য পরিবহন করা যায়। সুতরাং উক্ত ৩টি ট্যাংকারের মাধ্যমে বছরে সর্বমোট (৮,৫৩,৯২,০০০+ ৪,৯৮,৬৪,০৮০) = ১৩,৫২,৫৬,০৮০ লিটার পেট্রোলিয়াম পণ্য পরিবহন করা যায়।
- পদ্মা অয়েল কোং লিঃ, বাঘাবাড়ি ডিপোর Product wise Cumulative Throughput/Sales and Loss Gain Statement হতে দেখা যায় যে, ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থবছরে যথাক্রমে ১৭,৫৪,৭৯,৩৯০ লিটার ও ১৮,৮২,৩১,৯২৪ লিটার পেট্রোলিয়াম পণ্য বিক্রয় হয়। অর্থাৎ উক্ত দুই অর্থ বছরে বাঘাবাড়ি ডিপোতে গড়ে

১৮,১৮,৫৫,৬৫৭ লিটার পেট্রোলিয়াম পণ্য বিক্রয় হয়। যদি উপরোল্লিখিত ট্যাংকারের মাধ্যমে মাসে গড়ে ৪টি ট্রিপ দিয়ে পেট্রোলিয়াম পণ্য পরিবহন করা হতো তাহলে বাঘাবাড়ি ডিপোর মোট গড় তেল বিক্রির (১৩,৫২,৫৬,০৮০ ÷ ১৮,১৮,৫৫,৬৫৭) x ১০০% = ৭৪.৩৭% তেল চট্টগ্রাম হতে সরাসরি বাঘাবাড়িতে পরিবহন করতে পারতো (কনডেনসেট গ্রহণ বাদ দিলে শতাংশের পরিমান আরো বাড়তো)।

- পেট্রোলিয়াম পণ্য সরাসরি পরিবহনের সুযোগ থাকলে ও প্রয়োজন মোতাবেক Bay Crossing Coastal-Cum Shallow Draft Tanker ভাড়া না করে POCL Bay Crossing লাইসেন্স বিহীন Shallow Draft Tanker দেরকে পেট্রোলিয়াম পণ্য পরিবহনের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে ২বার ঘাটতি প্রদান জনিত কারণে বিপিসি'র ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থবছরে অতিরিক্ত পরিবহন ঘাটতি প্রদানজনিত অপচয় ৩,১৭,৬১,৬৭৮ টাকা। **বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট (৪) এ দেয়া হলো।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- চট্টগ্রাম উপকূলে চলাচলের উপযোগী (সমুদ্র অধিদপ্তরের বে-ক্রসিংয়ের অনুমতিপ্রাপ্ত) জাহাজে এবং বাঘাবাড়ি ডিপোতে সরাসরি পরিবহনের জন্য প্রয়োজনীয় ড্রাফট সম্পন্ন জাহাজ পদ্মা অয়েল কোম্পানীর ট্যাংকার বহরে না থাকায় চট্টগ্রামস্থ প্রধান স্থাপনা হতে সরাসরি বাঘাবাড়ী ডিপোতে তেল পরিবহন করা সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে ৬-৭টি বেক্রসিং ট্যাংকারের সাথে চুক্তি হয়েছে এবং বর্তমানে প্রায় ৩০/৪০টি বে-ক্রসিং ট্যাংকার নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান আছে। বর্তমানে পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিঃ এর ট্যাংকার বহরে যে পরিমাণ বে-ক্রসিং ট্যাংকার আছে তা দিয়ে সরাসরি প্রধান স্থাপনা চট্টগ্রাম হতে বাঘাবাড়ী ডিপোতে তেল প্রেরণ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- পদ্মা অয়েল কোম্পানীর ট্যাংকার বহরে প্রধান স্থাপনা চট্টগ্রাম থেকে বাঘাবাড়ী ডিপোতে সরাসরি তেল পরিবহন করার লক্ষ্যে কোষ্টাল ট্যাংকার ও সরাসরি বাঘাবাড়ীতে তেল নেওয়ার উপযোগী Bay Crossing Coastal Cum Shallow Draft Tanker অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে Expression of Interest (EOI), Tender ইত্যাদি যথাসময়ে কোন উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল কি না কিংবা কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল সে ব্যাপারে কিছু উল্লেখ না থাকায় জবাব যথাযথ নয়। বিবরণে উল্লিখিত ট্যাংকার সমূহের মাধ্যমে তেল পরিবহন করলেও সরাসরি তেল চট্টগ্রাম হতে বাঘাবাড়ীতে প্রেরণ করা যেত। তাছাড়া শ্যালো ট্যাংকারগুলোকে ভাড়ায় নিয়োজিত রাখার জন্য উদ্দেশ্যমূলক ভাবে চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি বাঘাবাড়ী ডিপোতে তেল পরিবহনের উদ্যোগ নেয়া হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৯/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৮/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৩/০৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ০৩/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পত্রের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বলা হয় ক্রয়াদেশ অনুযায়ী মালামাল বুঝে পাওয়ার প্রমাণকসহ পুনঃ জবাব প্রদানের জন্য সংস্থাকে অনুরোধ করা হলো। এর প্রেক্ষিতে এ কার্যালয়ের জবাব অনুযায়ী অতিরিক্ত পরিবহন ঘাটতি প্রদান জনিত ক্ষতির ব্যাপারে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে ক্ষতির টাকা আদায় পূর্বক প্রমাণকসহ পুনঃজবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে ১৯/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হলেও অদ্যাবধি তার জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অতিরিক্ত পরিবহন ঘাটতি প্রদান জনিত ক্ষতির ব্যাপারে দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।
- এ জাতীয় ভবিষ্যৎ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার নিমিত্তে অনতিবিলম্বে প্রধান স্থাপনা, চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি বাঘাবাড়ী ডিপোতে তেল পরিবহন ব্যবস্থা চালু করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৬।

শিরোনাম ঃ জ্বালানী তেলের ষ্টোরেজ ফ্যাসিলিটি না থাকা সত্ত্বেও অপরিকল্পিত ভাবে আমদানী সূচী প্রণয়ন করে অতিরিক্ত তেল আমদানি করায় স্থান সংকুলানের অভাবে (Ullage Problem) খালাসের অপেক্ষায় নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত জাহাজ সাগরে ভাসমান রাখায় বিলম্ব জনিত ডেমারেজ পরিশোধে অতিরিক্ত ব্যয়। জড়িত অর্থ ৫০,০১,৩৬,৭৪১ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এর ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের হিসাবের উপর ১০/০২/২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৪/০৬/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ অডিট পরিচালনাকালে ডেমারেজ সংক্রান্ত নথি, রেজিষ্টার, বোর্ড সভার নথি ও অন্যান্য রেকর্ড পত্রাদি নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- জ্বালানী তেলের ষ্টোরেজ ফ্যাসিলিটি না থাকা সত্ত্বেও বিপিসি কর্তৃক অপরিকল্পিত ভাবে আমদানী সূচী প্রণয়ন করে অতিরিক্ত তেল আমদানী করায় স্থান সংকুলানের অভাবে (Ullage Problem) খালাসের অপেক্ষায় নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় জাহাজ সাগরে ভাসমান করে রাখায় বিলম্ব জনিত ডেমারেজ পরিশোধে Kuwait Petrolium Corporation (KPC), Kuwait কে জুলাই ২০০৭ হতে সেপ্টেম্বর ২০১১ পর্যন্ত মোট ৩২টি ক্লেইম বাবদ ২৬৬৮৬৩২.৩২ মার্কিন ডলার, Petronas Trading Corporation (PETCO) কে মার্চ ২০০৯ হতে অক্টোবর ২০১১ পর্যন্ত ২৪ টি দাবী বাবদ ২৩০৫৮২২.৮১ মার্কিন ডলার, Petrolimex Singapore Pte Ltd. কে ৪টি দাবী বাবদ ৬৮৩৮৫০.০২ মার্কিন ডলার, Philippine National Oil Company (PNOCE) কে ১টি দাবী বাবদ ১,২৫,০০০ মাঃ ডঃ এবং Bumi Siak Pusako (BSP), Indonesia কে ২টি দাবী বাবদ ২৯৭৩৮৪.৭২ মাঃ ডঃ সহ সর্বমোট ৬০৮০৬৮৯.৮৭ মার্কিন ডলার যা বাংলাদেশী মুদ্রায় ৫০,০১,৩৬,৭৪১ টাকা ডেমারেজ পরিশোধে অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে।
- ডেমারেজ নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, চট্টগ্রাম Shore টাংকিতে (পদ্মা, মেঘনা, যমুনা) বর্তমানে ৩০-৩১ দিনের জ্বালানী তেল মজুদ রাখার ক্ষমতা রয়েছে। এ হিসেবে ৫-৬টি জাহাজে তেল সুষ্ঠুভাবে (Smoothly) খালাস করা সম্ভব হয়। National Energy Policy-1996 অনুযায়ী দেশে জ্বালানী নিরাপত্তার জন্য প্রতিটি ক্ষেত্রে মজুদ ক্ষমতা ৪০দিন থেকে বাড়িয়ে ৬০ দিন করা হয়। এ সিদ্ধান্তের দীর্ঘ ১৬ বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও বিপিসি কর্তৃক ষ্টোরেজ ফ্যাসিলিটি না বাড়িয়ে অপরিকল্পিতভাবে প্রতিমাসে ৮-১০ টি জাহাজের মাধ্যমে তেল আমদানী করে আসছে। ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত স্থান সংকুলান (Ullage Problem) না থাকায় আমদানীকৃত জ্বালানী তেল চট্টগ্রাম বন্দরে খালাসের অপেক্ষায় থাকে। উল্লেখ্য যে, ৩০,০০০ মেঃ টন (+১০%) পরিশোধিত তেলবাহী জাহাজের জন্য Lay Time হচ্ছে ১০৮ ঘন্টা পর্যন্ত অর্থাৎ ৪.৫ দিন এবং ২০,০০০ মেঃ টন (+১০%) ফার্ণেস অয়েলবাহী জাহাজ খালাসের জন্য নির্ধারিত সময় অর্থাৎ Lay Time হচ্ছে ৮৪ ঘন্টা পর্যন্ত অর্থাৎ ৩.৫ দিন। কিন্তু Storage Capacity (৫-৬টি জাহাজ) অপেক্ষা অতিরিক্ত ৮-১০টি জাহাজে তেল আমদানী করায় অতিরিক্ত জ্বালানী তেলবাহী জাহাজগুলো খালাসের অপেক্ষায় (Lay Time) সাগরে ভাসমান থাকে। এরূপ অবস্থাকে বিপিসি কর্তৃক Floating Stock বলা হলেও তা যথাযথ নয়। কারণ বিপিসি নিজ ব্যবস্থায় সাগরে ভাসমান নিজস্ব কোন Storage ট্যাংকে যদি জাহাজ থেকে পণ্য খালাস করে রাখে তাহলে তা Floating Stock হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু ভাড়া করা জাহাজ সাগরে ভাসিয়ে রেখে তাকে Floating Stock বলার কোন সুযোগ নেই।
- চুক্তি পত্রে Clause 4.1 এর Part -3 অনুযায়ী (Lay Time) এর মধ্যে ক্রেতা (বিপিসি) মালামাল খালাসে ব্যর্থ হলে বিক্রেতা (বিদেশী কোম্পানী) কে অতিরিক্ত সময়ের জন্য ডেমারেজ প্রদান করতে হবে। এভাবে Storage Capacity বিবেচনা না করে বিপিসি কর্তৃক অপরিকল্পিতভাবে জ্বালানী তেল আমদানী করায় প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারকে কোটি কোটি টাকা Ullage Problem জনিত কারণে ডেমারেজ চার্জ হিসেবে পরিশোধ করতে হচ্ছে।
- National Energy Policy-1996 ও চুক্তিপত্রের সূত্র দিয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে Demurrage Claim পরিশোধ করা হয়। বিপিসি কর্তৃপক্ষের এ যুক্তি যথাযথ নয়। কেননা পদ্মা, মেঘনা ও যমুনার প্রধান স্থাপনায় (MI) স্টোরেজ ট্যাংকি নির্মাণ করার মত পর্যাপ্ত জায়গা এবং বিশেষজ্ঞ রয়েছে । শুধুমাত্র বিপিসি কর্তৃপক্ষের সঠিক সিদ্ধান্ত, উদ্যোগ এবং মনিটরিং এর অভাবে নতুন Storage Capacity গড়ে না তুলে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা ডেমারেজ প্রদান করতে হচ্ছে। Storage Capacity না বাড়িয়ে প্রতি মাসে ৫-৬ টি জাহাজ ধারণ ক্ষমতার স্থলে ৮-১০ টি জাহাজে তেল আমদানী করে অতিরিক্ত জাহাজ গুলো Lay Time অপেক্ষা অতিরিক্ত সময় Hold করে রেখে Ullage Problem সৃষ্টি করে ডেমারেজ দেয়া হচ্ছে, যা বিপিসির পরিচালনা অদক্ষতার সুস্পষ্ট নিদর্শন। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট (৫) এ দেয়া হলো।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- দেশে জ্বালানী তেলের চাহিদা, সরবরাহ, পরিবহন ও মজুদ ব্যবস্থা সর্বোপরি দেশের জ্বালানী নিরাপত্তার বিষয় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আমদানী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের জ্বালানী তেল আমদানী ও বিক্রয় পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, আমদানি ও বিক্রয়কৃত জ্বালানী তেলের (ডিজেল, কেরোসিন, জেট এ-১, মোগ্যাস ও ফার্ণেস অয়েল) পরিমাণ যথাক্রমে ৩৪,৮৯,৭৭৪.৯৫ মেঃ টন এবং ৪৬,১৪,১০১ মেঃ টন এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের তা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৪০,৯০,৯১৫.২৮ মেঃ টন এবং ৪৯,০১,৫৬০ মেঃ টন। উক্ত পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় এটি স্পষ্ট হয় যে, যদি বর্তমান অবকাঠামোগত সুবিধা অনুযায়ী উপরে বর্ণিত বছরসমূহে প্রতি মাসে ৫-৬ টি জাহাজযোগে বছরে প্রায় ২১-২২ লক্ষ মেঃ টন জ্বালানী তেল আমদানী করা হত সেক্ষেত্রে বিক্রয়কৃত জ্বালানী তেলের ঘাটতির পরিমাণ হত (৪৬,০০,০০০-২২,০০,০০০) প্রায় ২৪,০০,০০০ মেঃ টন। Ullage সমস্যার কারণে কার্গো খালাসে বিলম্বজনিত আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ নিরীক্ষা দল কর্তৃক উল্লেখ করা হয়েছে সে তুলনায় উক্ত জাহাজসমূহের মাধ্যমে সরবরাহকৃত জ্বালানী তেল ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন, শিল্প এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যে আর্থিক কার্যক্রম সাধিত হয়েছে তার আর্থিক মূল্য হাজার কোটি টাকার চেয়েও বেশী। এমতাবস্থায় , ষ্টোরেজ ফ্যাসিলিটিজ প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকা সত্ত্বেও দেশে জ্বালানী তেলের চাহিদা, সরবরাহ, পরিবহন ও মজুদ ব্যবস্থা সর্বোপরি দেশের জ্বালানী নিরাপত্তার বিষয় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আমদানী পরিকল্পনা প্রণয়ণপূর্বক সারাদেশে জ্বালানী তেল সরবরাহ করা হয় যাতে কোনভাবেই দেশে জ্বালানী তেলের সংকট বা ঘাটতি দেখা না দেয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬ এর ৬(এইচ) ধারা মোতাবেক পেট্রোলিয়ামজাত (ক্রুড এন্ড রিফাইন) দ্রব্যের ষ্টোরেজ ফ্যাসিলিটি এর পরিকল্পনা এবং স্থাপন করার দায়িত্ব বিপিসি কর্তৃপক্ষের। ষ্টোরেজ ফ্যাসিলিটি না বাড়িয়ে জ্বালানী তেল আমদানী করলে Ullage Problem জনিত কারণে প্রতিনিয়ত বিদেশী কোম্পানীকে ডেমারেজ প্রদান করতে হবে- এ বিষয়টি বিপিসি কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত জেনেও অতিরিক্ত তেল আমদানী করেছেন। তাছাড়া Energy Policy ১৯৯৬ সালে জারি করা হলেও সে অনুযায়ী দীর্ঘ ১৭ বছরেও স্টোরেজ বৃদ্ধির সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৯/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৮/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৩/০৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ০৩/০৪/২০১৪খ্রিঃ তারিখের পত্রের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে বলা হয় যে, ষ্টোরেজ ফ্যাসিলিটিজ প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকা সত্ত্বেও দেশে জ্বালানী তেলের চাহিদা, সরবরাহ, পরিবহন ও মজুদ ব্যবস্থা সর্বোপরি দেশের জ্বালানী নিরাপত্তার বিষয় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আমদানী পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক সারাদেশে জ্বালানী তেল সরবরাহ করা হয় যাতে কোনভাবেই দেশে জ্বালানী তেলের সংকট বা ঘাটতি দেখা না যায়। জবাব অনুযায়ী জবাবের সমর্থনপুষ্ট প্রমাণকসহ পুনঃজবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে ১৯/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হলেও অদ্যাবধি তার জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- যথাযথভাবে আমদানী সূচী প্রণয়ন ও স্টোরেজ ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির মাধ্যমে ডেমারেজ পরিহার করা আবশ্যক।
- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট থেকে ডেমারেজ বাবদ পরিশোধিত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

৫—

অনুচ্ছেদঃ ০৭।

শিরোনাম ঃ আমদানী মূল্যের উপর ভর্তুকি দিয়ে কম দামে বিক্রয়কৃত ফার্নেস অয়েল অস্তিত্বহীন ও প্রয়োজনীয় নয় এমন প্রতিষ্ঠানে বিক্রয় দেখানোর ফলে ভর্তুকির উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। জড়িত অর্থ ১,৫৪,২২,২২৮ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এবং এর আওতাধীন পদ্মা অয়েল কোং লিঃ, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড, এসএওসিএল ও ইষ্টার্ন রিফাইনারী লিঃ এর ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের হিসাবের উপর ১০/০২/২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৪/০৬/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ অডিট পরিচালনাকালে বিপিসি কর্তৃক আমদানীকৃত ফার্নেস অয়েলের আমদানী ব্যয় নির্ধারণ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র, বিপণন কোম্পানী কর্তৃক বিপণনকৃত ফার্নেস অয়েলের বিপরীতে ইস্যুকৃত ডিও সমূহ, ডেলিভারী রিসিভ ইনভয়েস সমূহ তেল গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রেরিত চাহিদাপত্র ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ড পত্রাদি নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- বিপিসি কর্তৃক বেশী দামে ফার্নেস অয়েল আমদানী করে ভর্তুকি দিয়ে কম দামে বিক্রয়কৃত তেল অস্তিত্বহীন ও প্রয়োজনীয় নয় এমন প্রতিষ্ঠানে বিক্রয় দেখানোর ফলে বিপিসি তথা সরকারের ১,৫৪,২২,২২৮ টাকা ভর্তুকি প্রদানের উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে।

- দেশের সাধারণ জনগনের সুবিধার কথা বিবেচনা করে সরকার তথা বিপিসি বিদেশ থেকে বেশী দামে ফার্নেস অয়েল আমদানী করে ভর্তুকি দিয়ে কম দামে বিক্রয় করে। বিপিসির আওতাধীন বিপণন কোম্পানী সমূহ থেকে ফার্নেস অয়েল নেওয়ার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান চাহিদা পত্র দেয়। চাহিদা পত্র প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের আদৌ কোন অস্তিত্ব আছে কিনা কিংবা এসব প্রতিষ্ঠানের আদৌ ফার্নেস অয়েলের প্রয়োজন হয় কিনা তা যাচাই বাছাই করে সঠিক পাওয়া গেলে উক্ত সঠিকতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠান সমূহের নামে ডিও ইস্যু করার কথা। উক্ত ডিও এর ভিত্তিতে তেল সরবরাহ দেওয়ার সময় বিপণন কোম্পানী কর্তৃক ডেলিভারী চালান ইস্যু করা হয়। তাছাড়া কোন কোন বিপণন কোম্পানীকে ফার্নেস অয়েল বিপণনের অনুমতি দেওয়ার সময় কোন কোন ক্ষেত্রে ফার্নেস অয়েল দেওয়া যাবে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ।
- ইস্যুকৃত ডিও এর বিপরীতে সরবরাহ দেয়া কিছু কিছু চাহিদাপত্র ও ডেলিভারী ইনভয়েস যাচাই করতে গিয়ে চাহিদা পত্রে উল্লেখিত টেলিফোন/মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করে জানা যায় এ নামে আদৌ কোন প্রতিষ্ঠান নেই। আবার কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান জানায় তারা আদৌ ফার্নেস অয়েল নেয়নি। তাছাড়া কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের চাহিদা পত্র পর্যালোচনা/ যাচাই করে দেখা যায় যে, তাদের আদৌ কোন ফার্নেস অয়েলের প্রয়োজন নেই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নামে সরবরাহ দেয়া ফার্নেস অয়েল একই ব্যক্তি গ্রহণ করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয়, একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন নামে প্যাড ছাপিয়ে অনিয়মিতভাবে ফার্নেস অয়েল সরবরাহ নিয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একই দিনে সর্বোচ্চ ৫-৬ টি ইনভয়েসের মাধ্যমে একই প্রতিষ্ঠানকে বিপুল পরিমানে (যেমন ৮০০০ x ৬ = ৪৮,০০০ লিঃ একটি কোম্পানীকে) ফার্নেস অয়েল সরবরাহ করা হয়েছে। এমনও দেখা যায়, জ্বালানী হিসাবে ব্যবহারের জন্য গ্যাস সংযোগ রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানের নামেও ফার্নেস অয়েল সরবরাহ করা হয়েছে। তাছাড়া পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে, একই পেট্রোলিয়াম পণ্য গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান একই সময়ে বিভিন্ন বিপণন কোম্পানী থেকে পণ্য সরবরাহ নিয়েছে। বিভিন্ন বিপণন কোম্পানীর মধ্যে সমন্বয় না থাকায় এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। পণ্য সরবরাহ নেয়ার প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রকৃতপক্ষে কি পরিমাণ পণ্যের প্রয়োজন তা নিরুপণ না করায় তারা একই সময়ে বিভিন্ন বিপণন কোম্পানী থেকে পণ্য সরবরাহ নিয়ে কিছু যথাযথ ব্যবহারের পর বাকীগুলো অপব্যবহারের মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হবার সুযোগ গ্রহণ করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এসব ঘটনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, বিপণন কোম্পানী সমূহ ফার্নেস অয়েল বিপণনের ক্ষেত্রে কোনরকম যাচাই বাছাই না করে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়নি।
- অথচ ভর্তুকি দিয়ে বিক্রিত তেল কারা নিচ্ছে, কোথায় এবং কিভাবে ব্যবহার করছে ইত্যাদি মনিটরিং করার দায়িত্ব বিপিসি'র। কারণ বিপিসির মাধ্যমে সরকার ভর্তুকি দিচ্ছে। তাছাড়া সরকারের ভর্তুকি দেয়ার উদ্দেশ্য যথাযথ ভাবে পূরণ হয়েছে কিনা তা তদারকী করতে বিপিসি সক্ষম হয়নি। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ফার্নেস অয়েল হরিলুট করে চোরাই পথে চট্টগ্রাম বন্দরে অবস্থানরত বিদেশী জাহাজগুলোতে অবৈধভাবে ব্যাঙ্কারিং করার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে/হচ্ছে এবং মিয়ানমার ও ভারতে পাচারের অভিযোগও রয়েছে ।
- ভর্তুকি দিয়ে বিক্রিত তেল যদি যথাযথ খাতে ব্যবহার করা না হয় তাহলে ভর্তুকিদানকৃত অর্থ সরাসরি সরকারের ক্ষতি হিসেবে বিবেচ্য। আলোচ্য ক্ষেত্রে ভর্তুকি দিয়ে কম দামে বিক্রয়কৃত ফার্নেস অয়েল যথাযথ খাতে ব্যবহার না হওয়ায় ভর্তুকি বাবদ সরকার তথা বিপিসির ১,৫৪,২২,২২৮ টাকা ক্ষতি হয়েছে। **বিবরণ পরিশিষ্ট (৬) এ দেয়া হলো।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ২০১২ সালে অনিয়মিতভাবে ফার্নেস অয়েল সরবরাহের বিষয়ে জ্বালানী তেল বিপণন কোম্পানীসমূহ হতে এই মর্মে জানানো হয় যে, সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা না থাকার ফলে এ ধরণের অনিয়মিত ফার্নেস অয়েল বিক্রি হয়ে থাকতে পারে। উক্ত সময়ে ফার্নেস অয়েল বিপণন/সরবরাহের কোন নীতিমালা ছিল না। বর্তমানে ২০১২ সালের ডিসেম্বরে ফার্নেস অয়েলের নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- বিপণন নীতিমালা ও কার্যকর তদারকির অভাবে অনিয়মিতভাবে ফার্নেস অয়েল বিক্রির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে যাচাই বাছাই না করে ফার্নেস অয়েল বিতরনের অনুমতি প্রদান করায় ভর্তুকির টাকার অপব্যবহারের দায় বিপিসি/কোম্পানীসমূহ এড়াতে পারে না।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৯/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৮/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৩/০৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ০৩/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পত্রের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে বলা হয় যে, সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা না থাকার ফলে এ ধরণের অনিয়মিত ফার্নেস অয়েল বিক্রি হয়ে থাকতে পারে। উক্ত সময়ে ফার্নেস অয়েল বিপণন/সরবরাহের কোন নীতিমালা ছিল না। বর্তমানে ২০১২ সালের ডিসেম্বরে ফার্নেস অয়েলের নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। জবাব অনুযায়ী নিরীক্ষা আপত্তির আলোকে অভিযোগের সত্যতা যাচাই/তদন্ত করে প্রমাণকসহ পুনঃজবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে ১৯/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হলেও অদ্যাবধি তার জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ফার্নেস অয়েল অস্তিত্বহীন ও প্রয়োজনীয় নয় এমন প্রতিষ্ঠানে বিক্রয়জনিত অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।
- ভর্তুকি দিয়ে ফার্নেস অয়েল বিক্রয় করার নীতিমালা প্রণয়ন করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ৪০৮।

শিরোনাম ঃ ব্যাংকে জমাকৃত টাকা ব্যয় না করে ব্যাংক জমাতিরিক্ত ঋণ (Over Draft) নিয়ে ব্যয়। যা অদক্ষতার সামিল। জড়িত অর্থ ২৪৮,৯০,০০,৫২৫ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এবং এর আওতাধীন সাবসিডিয়ারী কোম্পানীসমূহের ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের হিসাবের উপর ১০/০২/২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৪/০৬/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ অডিট পরিচালনাকালে বিপিসির ২০০৯-২০১০ এবং ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের চুড়ান্ত হিসাব এবং হিসাবের সংশ্লিষ্ট বছরের ব্যাংক বিবরণী (Bank Statement) পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- বিপিসির ব্যাংক হিসাবে জমাকৃত টাকা ব্যয় না করে ব্যাংক থেকে জমাতিরিক্ত ঋণ (Bank Over Draft) গ্রহণ করে ব্যয় করায় সুদ বাবদ বিপিসি তথা সরকারের ২৪৮,৯০,০০,৫২৫ টাকা অপচয় হয়েছে।
- ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের চুড়ান্ত হিসাব এখনও পর্যন্ত তৈরী না করায় ২০০৯-২০১০ এবং ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাবের ভিত্তিতে সুদের হিসাব নির্ণয় করা হয়েছে।
- বিপিসির ২০০৯-২০১০ এবং ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের চুড়ান্ত হিসাবে দেখা যায়, নগদ এবং ব্যাংক জমা খাতে যথাক্রমে ১২৬৬,১৪,২৬,৭৬৮ টাকা ও ২৪৪৫,৭১,৫৬,৯৫৯ টাকা জমা রয়েছে। অপরদিকে প্রদেয় দায় হিসেবে ব্যাংক জমাতিরিক্ত (Bank Over Draft) ঋণ খাতে যথাক্রমে ৫২৪৩,৫৪,৫১,৫৩৭ টাকা ও ৭৩৯৪,৩৭,৪৫,৫০১ টাকা দেখানো হয়েছে।
- সোনালী ব্যাংকের ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের একটি ব্যাংক জমাতিরিক্ত হিসাব বিবরণীতে (Bank Statement) প্রদেয় সুদের হার দেওয়া আছে ১৫.৫০% এবং বিভিন্ন ব্যাংকে STD হিসাবের ব্যালেন্সের উপর সুদ পাওয়া যায় ৩% থেকে ৫% পর্যন্ত (ক্ষেত্র বিশেষে সুদের হার বিভিন্ন)। আলোচ্য ক্ষেত্রে ব্যাংক জমাতিরিক্ত ঋণের প্রদেয় সুদ ১৫% এবং STD হিসাবের ব্যালেন্সের উপর প্রাপ্য সুদ ধরা হয়েছে ৫% (সর্বোচ্চ হার)।
- ২০০৯-২০১০ এবং ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের চুড়ান্ত হিসাবের উদ্বৃত্ত পত্রে প্রদর্শিত নগদ এবং ব্যাংকে জমা না রেখে যদি ঐ টাকা ব্যয় করা হতো তাহলে ঐ পরিমাণ টাকা ব্যাংক জমাতিরিক্ত ঋণ হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজন হতো না এবং ঐ টাকার উপর প্রাপ্য সুদের চেয়ে অতিরিক্ত হারে ব্যাংক ঋণের সুদ প্রদান করতে হতো না।
- ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের চুড়ান্ত হিসাবে প্রদর্শিত নগদ ও ব্যাংক ব্যালেন্সের উপর ৫% হারে (গড়ে ৬ মাসের সুদ) প্রাপ্য হয় মাত্র ৬১,১৪,২৮,৯২৩ টাকা এবং একইভাবে ঐ পরিমাণ টাকার উপর ব্যাংক জমাতিরিক্ত ঋণের সুদ ১৫% হারে প্রদেয় হয় ১৮৩,৪২,৮৬,৭৭১ টাকা। সুদ প্রদান ও প্রাপ্তির মধ্যে পার্থক্য জনিত অতিরিক্ত ক্ষতি (১৮৩,৪২,৮৬,৭৭১-৬১,১৪,২৮,৯২৩) = ১২২,২৮,৫৭,৮৪৮ টাকা।
- একইভাবে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের ব্যাংকে জমাকৃত টাকার উপর ৫% হারে ১ (এক) বছরের জন্য সুদ হয় ৬৩,৩০,৭১,৩৩৮ টাকা। ঐ পরিমাণ ব্যাংক জমাতিরিক্ত ঋণের উপর ১৫% হারে প্রদেয় সুদ হয় ১৮৯,৯২,১৪,০১৫ টাকা। সুদ প্রদান ও প্রাপ্তির পার্থক্যজনিত অতিরিক্ত সুদ পরিশোধ বাবদ অপচয় (১৮৯,৯২,১৪,০১৫-৬৩,৩০,৭১,৩৩৮) = ১২৬,৬১,৪২,৬৭৭ টাকা। ২ অর্থ বছরের মোট অপচয় জনিত ব্যয়ের পরিমাণ (১২২,২৮,৫৭,৮৪৮ + ১২৬,৬১,৪২,৬৭৭) = ২৪৮,৯০,০০,৫২৫ টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- জুন ২০১০ সালে লোকসান সমন্বয় বাবদ সরকার থেকে ঋণ হিসেবে ৫০০ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। অপরদিকে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে জুন মাসের শুরুর দিকেও বিপিসির লোকসান সমন্বয় বাবদ ঋণ হিসেবে ২৫৪৮ কোটি টাকা সরকার কর্তৃক আর্থিক সহায়তা পাওয়া গেছে। ফলে অগ্রণী ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, ঢাকা জুন ২০১০ এবং জুন ২০১১ সালে চলতি হিসাবে জ্বালানী তেলের কার্গোর এলসি মূল্য ও ITFC ঋণ পরিশোধের পরও ৩০/৬/২০১০ এবং ৩০/৬/২০১১ তারিখে অগ্রণী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয়, ঢাকার চলতি হিসাবের স্থিতি থেকে যায় যথাক্রমে ৩৬৫ কোটি টাকা এবং ১৭৫২.৬৭ কোটি টাকা। উক্ত অর্থ বাদ দিলে ৩০/০৬/২০১০ খ্রিঃ তারিখে প্রকৃতপক্ষে ব্যাংকে জমা থাকতো (১২৬৬.১৪-৩৬৫) কোটি অর্থাৎ ৯১৪.১৪ কোটি টাকা এবং ৩০/০৬/২০১১ খ্রিঃ তারিখে প্রকৃতপক্ষে নগদ ও ব্যাংক জমার স্থিতি হতো (২৪৪৫.৭২-১৭৫২.৬৭) কোটি অর্থাৎ ৬৩৩.০৫ কোটি টাকা।
- নগদ ও ব্যাংক জমার উদ্বৃত যদি ব্যাংক সমূহের প্রদেয় দায় OD এবং PAD এর সাথে সমন্বয় করা হয় তবে পরবর্তীতে সংস্থার নগদ অর্থের সংকট দেখা দিবে এবং নির্ধারিত সময়ে বিপিসির জ্বালানী তেল আমদানীর কার্গো মূল্য এবং ITFC ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হবে না।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব অপূর্ণাঙ্গ/অসম্পূর্ণ। আপত্তিতে উল্লেখিত ব্যাংক স্থিতি ১৯টি ব্যাংক ব্যালেন্সের সমষ্টি। জবাবে শুধুমাত্র অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার চলতি হিসাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জুন মাসের শুরুর দিকে লোকসান সমন্বয় বাবদ ২৫৪৮ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। লোকসান সমন্বয়ের পরও উক্ত হিসাবে ১৭৫২.৫৭ কোটি টাকা স্থিতি রয়েছে। জবাবের স্বপক্ষে কোন প্রমাণকও সরবরাহ করা হয়নি। জুন মাসেও ব্যাংক OD এবং PAD এর সাথে সমন্বয় করা হলে প্রদেয় সুদের পরিমাণ অনেক হ্রাস পেত এবং এ কারণে প্রতি লিটার জ্বালানীর Cost Price হ্রাস পেত।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৯/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৮/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৩/০৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ০৩/০৪/২০১৪খ্রিঃ তারিখের পত্রের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, জুন ২০১০ সালে লোকসান সমন্বয় বাবদ সরকার থেকে ঋণ হিসেবে ৫০০ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। অপরদিকে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে জুন মাসের শুরুর দিকেও বিপিসির লোকসান সমন্বয় বাবদ ঋণ হিসেবে ২৫৪৮ কোটি টাকা সরকার কর্তৃক আর্থিক সহায়তা পাওয়া গেছে। নগদ ও ব্যাংক জমার উদ্বৃত যদি ব্যাংক সমূহের প্রদেয় দায় OD এবং PAD এর সাথে সমন্বয় করা হয় তবে পরবর্তীতে সংস্থার নগদ অর্থের সংকট দেখা দিবে এবং নির্ধারিত সময়ে বিপিসি'র জ্বালানী তেল আমদানীর কার্গো মূল্য এবং ITFC ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হবে না। জবাব অনুযায়ী বিপিসির ২০০৯-২০১০ ও ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের ব্যাংক হিসাব বিবরণীর কপিসহ পুনঃ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে ১৯/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হলেও অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বাস্তবতার নিরীখে অত্যবশ্যকীয় নগদ ও ব্যাংক জমার পরিমাণ নির্ধারণ পূর্বক সমপরিমাণ টাকা জমা রেখে অবশিষ্ট টাকা যথাযথভাবে ব্যবহার করে প্রদেয় ঋণের সুদের পরিমাণ হ্রাস করার ব্যাপারে জরুরী ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।
- ব্যাংকে জমাকৃত টাকা ব্যয় না করে ব্যাংক থেকে উচ্চ সুদে জমাতিরিক্ত ঋণ নিয়ে ব্যয় করা জনিত ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৯।

শিরোনাম ঃ সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে ব্যবসায়ী পর্যায়ে আদায়কৃত ভ্যাট (Trade VAT) বিপিসি কর্তৃক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করায় সরকার রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত। জড়িত অর্থ ২৫৪,১৩,০৪,৬৩৭ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এবং এর আওতাধীন কোম্পানীসমূহের ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের হিসাবের উপর ১০/০২/২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৪/০৬/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ অডিট পরিচালনাকালে বিপিসি'র কন্ট্রোল লেজার, সাবসিডিয়ারী লেজার, জার্নাল ভাউচার, ইনভয়েস ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে ব্যবসায়ী পর্যায়ে আদায়কৃত ভ্যাট (Trade VAT) বিপিসি কর্তৃক জমা প্রদান না করায় সরকার ২৫৪,১৩,০৪,৬৩৭ টাকা রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে।
- বিপিসি কর্তৃক ৩টি তেল বিপণন কোম্পানী ও স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোং লিঃ এর মাধ্যমে বিক্রিত জ্বালানী তেলের মূল্যের উপর ডিলার এবং এজেন্টগনের নিকট হতে ব্যবসায় পর্যায়ে আদায়কৃত ভ্যাট (Trade VAT) জমা প্রদান না করায় ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে সরকার রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে ২৫৪,১৩,০৪,৬৩৭ টাকা।
- বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং- ৩৬ তারিখ ১৩/০১/২০০৯ এর মাধ্যমে প্রতি লিটার ডিজেল ও কেরোসিনের ব্যবসায় পর্যায়ে মূসক (Trade VAT) ০.৬৬ টাকা নির্ধারণ করা হয় (কপি সংযুক্ত)। পরবর্তীতে জুলাই ২০১১ হতে উক্ত হার বৃদ্ধি করে ০.৬৯ টাকা নির্ধারণ করা হয়। জেট এ-১ এর ক্ষেত্রে Trade VAT ২০১০-২০১১ সালের বিভিন্ন সময়ে যথাক্রমে ০.৮১, ০.৯২ , ০.৯৩ , ১.০৭ ও ১.১৩ , ১.১৭, ১.২২ , ১.২৬ টাকা হারে নির্ধারিত হয় এবং ফার্নেস অয়েলের ক্ষেত্রে Trade VAT ০.৫২, ০.৬০, ০.৬৩ টাকা নির্ধারিত হয়। উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী বিপিসি কর্তৃক তেলের মূল্যের সাথে Trade VAT Customer Level VAT নির্দিষ্ট হারে বিপণন কোম্পানীসমূহের নিকট হতে ইনভয়েস এর মাধ্যমে আদায় করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় বিপিসি কর্তৃক ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিঃ হতে ১১০,৩৪,০২,৪৩৬ টাকা, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ হতে ৭৫,৪৩,৮৯,৮৬৪.৬ টাকা, যমুনা অয়েল কোম্পানী লিঃ হতে ৬৮,০৪,৬১,৩৮০.৮০ টাকা এবং স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানী লিঃ হতে ২৬,৫০,৯৫৪.৮০ টাকাসহ সর্বমোট ২৫৪,১৩,০৪,৬৩৭ টাকা ব্যবসায় পর্যায়ে মূসক আদায় করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিপিসি'র ইনভয়েস নং ৯১, ৯২, ৯৩ ও ১০৮ এর তথ্যাদি হিসাব শাখা হতে না পাওয়ায় উহা অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। উক্ত ইনভয়েসের তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা গেলে জমা প্রদান না করা Trade VAT এর পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পাবে বলে নিরীক্ষার কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ অনুযায়ী আদায়কৃত ভ্যাট, পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে সরকারি কোষাগারে জমা করার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বিপিসি কর্তৃক উক্ত টাকা দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও জমা করা হয়নি। ফলে সরকারের নির্দেশ উপেক্ষা করে ব্যবসায় পর্যায়ে আদায়কৃত ভ্যাট (Trade VAT) বিপিসি কর্তৃক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান না করায় সরকারের ২৫৪,১৩,০৪,৬৩৭ টাকা রাজস্ব কম আদায় হয়েছে। **বিস্তারিত বিবরণী পরিশিষ্ট (৭) এ দেয়া হলো।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- স্থানীয় কার্যালয় জবাবে জানায় যে, ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসক Advance Trade VAT (ATV) আকারে কাষ্টম কর্তৃপক্ষকে পরিশোধ করা হয়েছে। প্রমাণক হিসেবে কয়েকটি বিল অব এন্ট্রির কপি এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো। আমদানী পর্যায়ে অগ্রিম পরিশোধিত Advance Trade VAT (ATV) এর অর্থ পরবর্তীতে বিপিসি জ্বালানী তেল বিক্রয়ের সময় বিপণন কোম্পানী সমূহ হতে ইনভয়েস এর সাথে আদায় করা হয়ে থাকে কোম্পানীসমূহের সাথে বিপিসির হিসাব Reconcilliation এর কাজ এখনও সম্পন্ন হয়নি বিধায় Traders VAT payable হিসাবটি ATV হিসাবটির সাথে সমন্বয় করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ATV হিসাবে কত টাকা জমা দেওয়া হয়েছে তা জবাবে উল্লেখ করা হয়নি এবং জমার স্বপক্ষে প্রমাণক পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া জবাবের সাথে ১২/০৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের ২টি বিল অব এন্ট্রির কপি দেওয়া হয়েছে যা আপত্তি সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। কোম্পানীসমূহের সাথে বিপিসির হিসাব মিলকরণ সম্পূর্ণ না করার অজুহাতে Traders VAT সমন্বয় করা হয়নি মর্মে বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ, মিলকরণের সাথে Trade VAT জমা না দেওয়ার বিষয়টি প্রাসঙ্গিক নয়। কোম্পানী কর্তৃক আদায়যোগ্য Trade VAT বিপিসিকে চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা সত্ত্বেও বিপিসি কর্তৃক রাজস্ব খাতে জমা না দেওয়া সরকারি আদেশ অমান্য করার শামিল।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৯/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৮/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৩/০৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ০৩/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পত্রের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, আমদানী পর্যায়ে অগ্রিম পরিশোধিত Advance Trade VAT (ATV) এর অর্থ পরবর্তীতে বিপিসি জ্বালানী তেল বিক্রয়ের সময় বিপণন কোম্পানী সমূহ হতে ইনভয়েস এর সাথে আদায় করা হয়ে থাকে। কোম্পানীসমূহের সাথে বিপিসির হিসাব Reconcilliation এর কাজ এখনও সম্পন্ন হয়নি বিধায় Traders VAT payable হিসাবটি ATV হিসাবটির সাথে সমন্বয় করা হয়নি। জবাব অনুযায়ী আয়কর ও ভ্যাট কর্তনপূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে চালানের কপিসহ পুনঃজবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে ১৯/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হলেও অদ্যাবধি তার জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- Trade VAT বাবদ অর্থ সরকারি কোষাগারে জরুরী ভিত্তিতে জমা প্রদান করা প্রয়োজন।
- কোম্পানী সমূহের সাথে বিপিসির হিসাব দ্রুত Reconciliation করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০।

শিরোনাম ঃ অকার্যকর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ এবং যথাযথ পর্যায়ের প্রত্যক্ষ তদারকির অভাবে বিপিসির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে যা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও পারফরমেন্সকে প্রভাবিত করছে।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) এবং এর আওতাধীন কোম্পানীসমূহের ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের হিসাবের উপর ১০/০২/২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৪/০৬/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ অডিট পরিচালনাকালে বিপিসি'র অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম, হ্যান্ডবুক, কর্মকর্তাদের ভ্রমণ ভাতা পরিশোধ সংক্রান্ত রেজিষ্টার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- অকার্যকর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ এবং যথাযথ পর্যায়ের প্রত্যক্ষ তদারকির অভাবে বিপিসি'র অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে যা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও পারফরমেন্সকে প্রভাবিত করছে।
- বিপিসিতে একটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ থাকলেও তার কোন কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয় না। অথচ বিপিসির অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ সরাসরি সংস্থার চেয়ারম্যানের নিয়ন্ত্রণাধীন। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৬ (এস.আরও নং -১৬৯-এল/৭৭ তারিখ ১/৬/৭৭) এর ১৮ ধারায় অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, পর্ষদ যেভাবে চাইবে সেভাবে কর্পোরেশন ও নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের নিয়মিত নিরীক্ষা কাজ সম্পাদন এবং কোন প্রকার বিলম্ব ব্যতীত রিপোর্ট পর্ষদের নিকট উপস্থাপন করতে হবে (ধারা-১৮ এর ১, ২ ও ৩)। তাছাড়া বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের অর্গানাইজেশনাল সেটআপ, ১৯৮৪ এর Revised Charter of Duties এর Annexure B তে বর্ণিত সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার (অডিট) এর মুখ্য দায়িত্বাবলী নিম্নরূপ ঃ

  ১। সংস্থা ও অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা।
  ২। কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক সকল পরিশোধযোগ্য বিল পরিশোধের পূর্বে নিরীক্ষা সম্পাদন করা।
  ৩। কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের উপর "বিশেষ ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষা" কার্যক্রম পরিচালনা করা।
  ৪। বিপিসি'র উন্নয়ন পরিকল্পনা সমূহের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পাদন।
  ৫। বাণিজ্যিক নিরীক্ষা সহ সকল প্রকার নিরীক্ষা আপত্তির জবাব প্রদান/জবাব প্রদানে সহায়তা করা।

- দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা থাকলেও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক ক্রমিক নং ১ হতে ৪ এ বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদনের কোন প্রমাণক নিরীক্ষাকালীন সময়ে সরবরাহ করা হয়নি। ৫নং ক্রমিকের বর্ণিত দায়িত্বের আওতায় সংশ্লিষ্টবিভাগ/ নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান থেকে অডিট আপত্তির বিপরীতে প্রাপ্ত জবাব সমন্বয় করণের মাধ্যমেই অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। ফলে বিপিসি'র বিশাল কর্মকাণ্ডের বিপরীতে পরিশোধিত যাবতীয় ব্যয় যাচাই বিহীন অবস্থায় ঝুঁকির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।
- নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়মিত নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা না করলে স্বাভাবিকভাবে নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে শিথিলতা এসে যায়। যেখানে নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়মিত অডিট কার্যক্রমই পরিচালনা করা হয় না সেখানে "বিশেষ ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষা" কার্যক্রম পরিচালনা করা অচিন্তনীয় ব্যাপার। তাছাড়া বিপিসি'র পক্ষে বিপণন কোম্পানীসমূহ যে সকল ব্যয় করে বিপিসি'র নামে ডেবিট নোট পাঠিয়ে দেয় সেগুলির সঠিকতা যাচাই করা অত্যাবশ্যকীয় হলেও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ তা করছে না। এই সকল ব্যয়ের যৌক্তিকতা ও যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।
- বিপিসি ও তার অধীনস্থ কোম্পানী সমূহের কার্যক্রম সামগ্রিকভাবে তদারকির দায়িত্ব বিপিসির চেয়ারম্যান ও পরিচালকবৃন্দের। কিন্তু তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, চেয়ারম্যান ও পরিচালকবৃন্দ দাপ্তরিক কাজে অধিকাংশ সময় ঢাকার লিয়াজোঁ অফিসে অবস্থান করেন। ফলে সদর দফতরের কর্মকাণ্ড তদারকিতে মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। নমুনা হিসাবে টিএ বিল রেজিষ্টার হতে দেখা যায় যে, সাবেক চেয়ারম্যান ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ২৪২ কার্যদিবসের মধ্যে ১১৮ দিন সদর দফতরের বাহিরে অবস্থান করেছেন। তাছাড়া একই অর্থ বছরে তিনজন পরিচালক যথাক্রমে ১৩৪ দিন, ১৮৩ দিন ও ২১১ দিন সদর দফতরের বাহিরে অবস্থান করেছেন। উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সদর দপ্তরে উপস্থিত না থাকলে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে অফিসের কাজকর্মে গতি শ্লথ হয়ে পড়ে, অফিসের জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ঘটে এবং তদারকী কার্যক্রমের অভাবে অধীনস্থদের কাজকর্মে সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদির অভাব দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ ঃ অর্থ বছর শেষ হবার পর এক বছর অতিবাহিত হলেও বিপিসির ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের প্রভিশনাল হিসাবও এখনও প্রস্তুত হয়নি।
- বিপিসির অনুমোদিত অর্গানোগ্রামে কোন লিয়াজোঁ অফিসের অস্তিত্ব নেই। তা সত্ত্বেও ঢাকায় বিপিসির একটি লিয়াজোঁ অফিস স্থাপন করা হয়েছে। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং -জ্বাখস-৫/বিপিসি-০১/৮৯/৩৭২ তারিখ ২৬/৮/১৯৯২ খ্রিঃ এ লিয়াজোঁ অফিসের জন্য নতুন পদ সৃষ্টি না করে বিপিসির সদর দপ্তর থেকে জনবল বদলির

মাধ্যমে অফিস পরিচালনার শর্তে ঢাকায় লিয়াজোঁ অফিস স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে জনপ্রশাসন (তৎকালীন সংস্থাপন) মন্ত্রণালয়ের কোন অনুমোদন নেয়া হয়নি।

- আরো তথ্য বিশ্লেষনে দেখা যায় যে, Bangladesh Petroleum Corporation Ordinance, 1976-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকারের পক্ষে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত এস.আর.ও. ১৬৯-এল/৭৭ তারিখ ০১/০৬/১৯৭৭ খ্রিঃ এর মাধ্যমে প্রণীত বিধিমালার ২২ (বি) ধারায় বলা হয়েছে " The Meeting of Board may ordinarily be held at the Head Office of the Corporation, provided that a meeting may also be held at such other places in Bangladesh as may be considered necessary by the Chairman in the interest of the Corporation "। এতদসত্ত্বেও বোর্ড মিটিংগুলো ধারাবাহিকভাবে ঢাকাস্থ লিয়াজোঁ অফিসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বোর্ড মিটিং উপলক্ষে উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঢাকায় চলে গেলে সদর দপ্তরে কর্মকর্তা শুণ্যতা দেখা দেয়। বেশিরভাগ সময় ঢাকায় অবস্থান করায় কর্মকর্তারা কর্পোরেশনের দাপ্তরিক কার্যক্রমে যথাযথ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছেন না বলে নিরীক্ষার নিকট প্রতিয়মান হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষা বিভাগের জনবল স্বল্পতার কারণে নিরীক্ষা বিভাগীয় কার্যক্রম মানসম্মতভাবে সম্পাদন করা যাচ্ছে না। তাছাড়া নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ এবং নিয়ন্ত্রণাধীন অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে নিরীক্ষা কার্যক্রম বিষয়ে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত আছে। বিপিসি'র বর্তমান ম্যানেজমেন্ট অডিট বিভাগের কার্যক্রম জোরদারকরণে সমধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাবে অডিট বিভাগের জনবল স্বল্পতার কথা বলা হলেও দীর্ঘদিন যাবত কেন জনবল পদায়নের কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি সে ব্যাপারে কিছু উল্লেখ নেই। নিরীক্ষা জিজ্ঞাসায় আরো কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হলেও শুধুমাত্র অডিট বিভাগের ব্যাপারে জবাব প্রদান করা হয়েছে। আপত্তিতে উল্লেখিত বাকী অন্যান্য বিষয়ের ব্যাপারে জবাবে কিছু উল্লেখ করা হয়নি তাই জবাব অসম্পূর্ণ।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দুর্বল রেখে সফলভাবে সংস্থার দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব নয়।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৯/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। জবাব না পাওয়ায় ২৮/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৩/০৩/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ০৩/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পত্রের মাধ্যমে জবাব পাওয়া যায়। জবাবে জানানো হয় যে, নিরীক্ষা বিভাগের জনবল স্বল্পতার কারণে নিরীক্ষা বিভাগীয় কার্যক্রম মানসম্মতভাবে সম্পাদন করা যাচ্ছে না। বিপিসি'র বর্তমান ম্যানেজমেন্ট অডিট বিভাগের কার্যক্রম জোরদারকরণে সমধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন। অডিট টিমের পরামর্শমতে অন্যান্য বিষয়ে যথাশীঘ্র সম্ভব কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জবাব অনুযায়ী বিশেষ বোর্ড মিটিং এর সিদ্ধান্তসহ পুনঃজবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে ১৯/০৮/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রতিউত্তর দেয়া হলেও অদ্যাবধি তার জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- Charter of Duties অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগের কাজকর্মে প্রত্যক্ষ তদারকি ব্যবস্থা কার্যকর করার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

মোহাম্মদ জাকির হোসেন
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১৫/১৬-৪১৪১কম/এ—৮০০ বই, ২০১৫।

৮–